প্রকাশনার ৮৫ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১৬ ❖ ১১ - ১৭ মে, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

অভিনন্দন নব পুণ্যপিতা পোপ চতুর্দশ লিও

বিশ্ব আহ্বান ও মা দিবস

বিশ্ব আহ্বান দিবস ও কিছু কথা

আধুনিক যুগঃ কেমন আছে মা

খ্রিস্টের আহ্বানে অপর খ্রিস্ট হতে এগিয়ে এসেছে যারা

সেন্ট মেরীস কলেজ হোস্টেল

কলেজ ও অনার্স পড়ুয়া মেয়েদের জন্য সুখবর

এসএমআরএ সিস্টারদের দ্বারা পরিচালিত সেন্ট মেরীস কলেজ হোস্টেলের ব্যবস্থা রয়েছে, হোন্ডাগলি, তেজকুনিপাড়াতে। এখানে থাকা খাওয়া, লেখাপড়ার পাশাপাশি আধ্যাত্মিক যত্ন ও নৈতিক যত্ন এবং অন্যান্য সুবিধা রয়েছে।

- সম্পূর্ণ হোস্টেলটি সিসি ক্যামেরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
- ওয়াই ফাই-এর ব্যবস্থা আছে।

ঠিকানা: ৬৮/৩ তেজকুনিপাড়া, হোন্ডাগলি, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।
যোগাযোগ ফোন নম্বর: ০১৯৬৯৫৭২১৯৯

বিজ্ঞ/৯৮/২৫

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা,

আপনি কি সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র একজন নিয়মিত গ্রাহক হতে চান? সাপ্তাহিক প্রতিবেশী দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যকে লালন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গড়ে তুলেছে 'প্রতিবেশী পরিবার'। প্রতিবেশী পরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য আপনাকে স্বাগত জানাই।

গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

- বছরের যে কোন সময় পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়।
- গ্রাহক চাঁদা অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার যোগে অথবা সরাসরি অফিসে এসে পরিশোধ করা যাবে। মনে রাখবেন, টাকা পাওয়া মাত্রই আপনার ঠিকানায় পত্রিকা পাঠানো শুরু হবে।
- চেকে (Cheque) চাঁদা পরিশোধ করতে চাইলে THE PRATIBESHI নামে চেক ইস্যু করুন।
- গ্রাহকের পুরো নাম-ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। স্থান পরিবর্তনের সাথে সাথেই তা আমাদের জানাতে হবে।

ডাক মাসলসহ বার্ষিক চাঁদা

বাংলাদেশ	৪০০ টাকা
ভারত	ইউএস ডলার ১৫
মধ্যপ্রাচ্য/এশিয়া	ইউএস ডলার ৪০
ইউরোপ/যুক্তরাজ্য/যুক্তরাষ্ট্র/অস্ট্রেলিয়া	ইউএস ডলার ৬৫

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮৫, সংখ্যা : ১৬
১১ মে - ১৭ মে, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ
২৮ বৈশাখ - ০৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
সজল মেলকম বালা
বিশাল এভারিশ পেরেরা
জেভিয়ার রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
প্রান্ত গমেজ

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
পিতর হেম্ব্রম
সাম্য টলেন্টিনু

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
মোবাইল : ০১৭৯৮৫১৩০৪২
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org
মূল্য : ১০ টাকা মাত্র

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

এক নতুন যাত্রা - বিশ্ব পেয়েছে নতুন পোপ, আর হৃদয় খোঁজে মা ও ডাকে নিবেদনের পথে

বিশ্ব আবারও এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। সাম্প্রতিক সময়ে নতুন পোপের নির্বাচন কেবল কাথলিক মণ্ডলীর জন্য নয়, পুরো মানবজাতির জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। পোপ, যিনি শুধু একজন ধর্মীয় নেতা নন বরং শান্তি, ন্যায়বিচার ও মানবিকতার প্রতীক, তাঁর উপর বর্তায় বৈশ্বিক দায়িত্বের এক বিশাল ভার। নতুন পোপ চতুর্দশ লিও, যাঁর আসল নাম রবার্ট ফ্রান্সিস প্রেভোস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দের ৮ মে ভাটিকানে অনুষ্ঠিত কনক্লেভে নির্বাচিত হন। তিনি প্রথম আমেরিকান পোপ হিসেবে ইতিহাসে নাম লেখালেন। শিকাগো শহরের দক্ষিণপ্রান্তে জন্মগ্রহণকারী প্রেভোস্ট সাধু আগষ্টিন ধর্মসংঘের ধর্মযাজক হিসেবে দীর্ঘ সময় লাতিন আমেরিকার পেরুতে মিশনারী কাজ করেছেন এবং সাধু আগষ্টিনের ধর্মসংঘের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। জগতের কাছে স্বল্প পরিচিত এই ব্যক্তিকেই পবিত্র আত্মা বিশ্বের ৭০ দেশ থেকে আসা ১৩৩জন কার্ডিনালের মাধ্যমে বিশ্ব কাথলিক মণ্ডলী পরিচালনা করার জন্য সাধু পিতরের উত্তরাধিকারী ও প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিসের উত্তরসূরী করেছেন। আমরা তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং প্রার্থনা করি, যেন তিনি ঐক্য, সহমর্মিতা ও আশা জাগানোর পথপ্রদর্শক হয়ে উঠতে পারেন।

পোপ চতুর্দশ লিও তাঁর প্রথম ভাষণে আন্তর্জাতিক নেতাদের প্রতি শান্তি রক্ষার আহ্বান জানান। তিনি তাঁর পূর্বসূরি পোপ ফ্রান্সিসের যুদ্ধবিরোধী অবস্থানকে সমর্থন করে বলেন, 'শান্তিই একমাত্র পথ, যা মানবতার জন্য স্থায়ী সমাধান বয়ে আনবে।' পোপ চতুর্দশ লিও তাঁর পোপীয় নামের মাধ্যমে পোপ লিও ত্রয়োদশের মতো আধুনিক সমাজের জন্য সামাজিক শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি চতুর্থ শিল্পবিপ্লব, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং রোবটিক্সের মতো প্রযুক্তিগত উন্নতির প্রেক্ষাপটে মানব মর্যাদা, ন্যায় ও শ্রমের সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

পোপ লিও চতুর্দশের নেতৃত্বে ভাটিকান একটি নতুন দিশা পেতে পারে, যেখানে আধুনিক প্রযুক্তির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, মানবাধিকার রক্ষা এবং শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা প্রাধান্য পবে।

সম্প্রতি আমরা পালন করেছি মা দিবস এবং আহ্বান দিবস (Vocations Sunday)। এই দুটি দিবস যেন এক অলিখিত সেতুবন্ধন তৈরি করে নতুন পোপ মহোদয়ের দায়িত্ব গ্রহণের সাথে।

মা দিবস আমাদের মনে করিয়ে দেয় সেই নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ও সেবার কথা, যা একজন মা তাঁর সন্তানের জন্য প্রতিনিয়ত বিলিয়ে দেন। মা হচ্ছেন প্রথম শিক্ষক, প্রথম আশ্রয় এবং জীবনের প্রতিটি বাঁকে এক অবিনাশী আলো। নতুন পোপের নেতৃত্বের মধ্যে যদি মাতৃসুলভ মমতা, ধৈর্য ও ক্ষমাশীলতা প্রতিফলিত হয়, তবে ধর্মীয় গণ্ডি ছাড়িয়ে তিনি হয়ে উঠতে পারেন বিশ্ব মানবতার অন্যতম কর্ণধার।

অন্যদিকে, আহ্বান দিবস আমাদের সবার অন্তরের ডাক শুনতে শেখায় - সে ডাক হতে পারে ধর্মীয় জীবনের, চিকিৎসা বা শিক্ষার, কিংবা নিছকই মানবসেবার পথে এক আত্মনিবেদনের। তবে মণ্ডলী আহ্বান দিবসে উদ্বুদ্ধ করে ধর্মীয় জীবনাহ্বানে প্রবেশ ও প্রার্থনা করতে। বাংলাদেশের বিভিন্ন যাজক ও সন্ন্যাসব্রতীদের জীবনকথা থেকে জানা যায় যে, তাদের ধর্মীয় জীবনে প্রবেশের প্রথম অনুপ্রেরণা পেয়েছে মা অথবা পরিবার থেকে। এ থেকে কতই না স্পষ্ট; ধর্মীয় জীবনাহ্বানের জন্য মা ও পরিবার কত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমান বাস্তবতায় তা আরো বেশি প্রযোজ্য। নতুন পোপ মহোদয়ের জীবনও সেই আহ্বানেরই প্রতিফলন - একজন মানুষ যিনি সাড়া দিয়েছেন ঈশ্বরের ও মানুষের ডাকে।

এই তিনটি বিষয় - নতুন পোপ, মা দিবস এবং আহ্বান দিবস; আমাদের একটি যৌথ বার্তা দেয়: নেতৃত্ব মানে সেবা, সেবা মানে ভালোবাসা, আর ভালোবাসা মানেই জীবন নিবেদন।

এই শুভক্ষণে আমাদের প্রত্যাশা ও প্রার্থনা, নতুন পোপ হয়ে ওঠুন শান্তির দূত, মায়ের মতো মমতাময় এবং আরো অনেক যুবারা যেন পরার্থে জীবন নিবেদন করে খ্রিস্টের ভালোবাসার সাক্ষ্য অনেকের সামনে তুলে ধরতে পারে। †

আমি এবং পিতা, আমরা এক। (যোহন ১০: ৩০)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

কারণ প্রভু আমাদের ঠিক এই আজ্ঞা দিলেন: 'আমি তোমাদের বিজাতীয়দের জন্য আলোরূপ রেখেছি তুমি যেন পৃথিবী শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বহন কর আমার পরিত্রাণ।' (শিষ্য ১৩: ৪৭)

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৮ মে - ২৪ মে, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

১৮ মে, রবিবার
পুনরুত্থানকালের ৫ম রবিবার
শিষ্য ১৪: ২১খ-২৭, সাম ১৪৫: ৮-৯, ১০-১১, ১২-১৩কখ, প্রত্যা ২১: ১-৫খ, যোহন ১৩: ৩১-৩৩ক, ৩৪-৩৫

১৯ মে, সোমবার
পুনরুত্থানকালের ৫ম সপ্তাহ
শিষ্য ১৪: ৫-১৮, সাম ১১৫: ১-৪, ১৫-১৬, যোহন ১৪: ২১-২৬

২০ মে, মঙ্গলবার
পুনরুত্থানকালের ৫ম সপ্তাহ
সিয়েনার সাধু বার্ণার্ডাইন, যাজক
শিষ্য ১৪: ১৯-২৮, সাম ১৪৫: ১০-১৩, ২১, যোহন ১৪: ২৭-৩১ক

২১ মে, বুধবার
পুনরুত্থানকালের ৫ম সপ্তাহ
সাধু খ্রিষ্টফার ম্যাজেলান্স, যাজক ও **সঙ্গীগণ,** সাক্ষ্যমরগণ
শিষ্য ১৫: ১-৬, সাম ১২২: ১-৫, যোহন ১৫: ১-৮

২২ মে, বৃহস্পতিবার
পুনরুত্থানকালের ৫ম সপ্তাহ
কাসিয়ার সাধ্বী রিতা, সন্ন্যাসব্রতী
শিষ্য ১৫: ৭-২১, সাম ৯৬: ১-৩, ১০, যোহন ১৫: ৯-১১

২৩ মে, শুক্রবার
পুনরুত্থানকালের ৫ম সপ্তাহ
শিষ্য ১৫: ২২-৩১, সাম ৫৭: ৭-১১, যোহন ১৫: ১২-১৭

২৪ মে শনিবার
পুনরুত্থানকালের ৫ম সপ্তাহ
শিষ্য ১৬: ১-১০, সাম ১০০: ১-৩, ৫, যোহন ১৫: ১৮-২১

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৮ মে, রবিবার
+ ১৯৮৩ সি. এম. শার্লিটা এনরাইট, সিএসসি

১৯ মে, সোমবার
+ ১৯৪৮ সি. মেরী হেলেন, এসএমআরএ
+ ১৯৭৫ ফা. ওয়ালটার মার্কস, সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০২০ সি. থিওনিলা আরাক্কাপারামবিল, এসসি (ঢাকা)

২০ মে, মঙ্গলবার
+ ১৯৭৯ সি. গাব্রিয়েল ফ্রেডারিক, এসসি
+ ২০০৪ ফা. লরেঞ্জো ফান্তিনী, এসএক্স (খুলনা)

২১ মে, বুধবার
+ ১৯৬৯ ফা. স্তেফান ডায়াস (ঢাকা)
+ ২০০৮ ব্রা. জেমস এডওয়ার্ড গ্রীটম্যান, সিএসসি

২২ মে, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৯৩ সি. মেরী ইম্মাকুলেটা, এসএমআরএ (ঢাকা)
+ ২০১৯ সি. মেরী এনাস্সিয়েশন মানখিন, আরএনডিএম

২৩ মে, শুক্রবার
+ ১৯৭৯ সি. এম কলম্বা, আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০২০ ব্রা. বিজয় হেরল্ড রড্রিক্স, সিএসসি (ঢাকা)

তৃতীয় খণ্ড

খ্রীষ্টে আশ্রিত জীবন

১৯৪২ সংহতির সদ্‌গুণটির পরিধি বৈষয়িক সম্পদের পরিসীমা থেকে আরও ব্যাপক। ধর্মবিশ্বাসের আধ্যাত্মিক সম্পদ বিস্তারের কাজে খ্রিস্টমণ্ডলী, বৈষয়িক সম্পদ উন্নয়নের ব্যবস্থাও করেছে এবং অনেক সময় নতুন নতুন পথও উন্মুক্ত করেছে। আর তাই যুগ যুগ ব্যাপী প্রভুর সেই কথাটি সত্যতা প্রমাণিত করেছে: "তোমরা বরং প্রথমে তাঁর রাজ্য ও তাঁর ধর্মময়তা অন্বেষণ কর, তাহলে ওই সবকিছুও তোমাদের দেওয়া হবে।

দু'হাজার বছর যাবৎ এই অনুভূতিটি খ্রিষ্টমণ্ডলীর প্রাণে জীবন্ত ও অবিচল হয়ে রয়েছে, বিগত দিনের ও বর্তমান কালের সকল প্রাণীকে অনুপ্রাণিত করেছে ভ্রাতৃপ্রেমের বীরত্বে; তারা হলেন মঠবাসী কৃষকগণ, ক্রীতদাসদের মুক্তি-সংগ্রামী ব্যক্তিগণ, রোগী নিরাময়কারীগণ এবং বার্তাবাহকগণ যারা বংশানুক্রমে সব জাতির কাছে নিয়ে গেছেন ধর্মবিশ্বাস, সভ্যতা ও বিজ্ঞানের জয়যাত্রা, যেন তারা মনুষ্য ও খ্রিষ্টীয় উপযোগী একটি সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করে সবাইকে উপহার দিতে পারে।

সারসংক্ষেপ

১৯৪৩ সমাজ যখন সংঘ-সমিতি বা ব্যক্তিদের তাদের নিজ নিজ প্রকৃত ও আহ্বান অনুসারে প্রাপ্য আদায় করতে সক্ষম করে তখনই সামাজিক ন্যায্যতা নিশ্চিত করে।

১৯৪৪ মানব ব্যক্তির প্রতি সম্মান অন্যদেরকে "অপর সত্তা" বলে গণ্য করে। এই সম্মানের জন্য পূর্বশর্ত হচ্ছে ব্যক্তির মৌলিক অধিকারসমূহের প্রতি সম্মান, যা ব্যক্তির মধ্যে নিহিত মর্যাদা থেকে উৎসাহিত হয়।

১৯৪৫ মানুষের সমতা ব্যক্তি হিসেবে তাদের মর্যাদাকে ও তা থেকে উদ্ভূত অধিকারসমূহকে সযত্নে লালিত করে।

১৯৪৬ ব্যক্তিদের মধ্যে বিভিন্নতা ঈশ্বরের পরিকল্পনায়ই রয়েছে। ঈশ্বর চান যেন আমাদের একজনকে আর একজনের প্রয়োজন হয়। এই বিভিন্নতাগুলো মানুষের ভ্রাতৃপ্রেমের জন্য উৎসাহিত করবে।

১৯৪৭ ব্যক্তির সম-মর্যাদার দাবী হচ্ছে, মানুষ যেন সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অত্যধিক অসমতা দূর করার চেষ্টা করে। সম-মর্যাদা পাপময় অসমতাকে দূর করতে অনুপ্রাণিত করে।

১৯৪৮ সংহতি একটি উচ্চমানের খ্রিস্টীয় সদ্‌গুণ। এই গুণটি বৈষয়িক সম্পদের চেয়ে অধিক পরিমাণে আধ্যাত্মিক সম্পদের সহভাগিতা সাধনা করে।

১৯৪৯ পরমসুখ লাভ করার জন্য মানুষ আহূত, অথচ পাপের আঘাতে সে ক্ষত-বিক্ষত, তাই তার জন্য প্রয়োজন ঈশ্বরের পরিত্রাণ। ঐশ সাহায্য মানুষের কাছে আসে খ্রীষ্টের মাধ্যমে বিধানের দ্বারা, যা তাকে পরিচালনা করে এবং অনুগ্রহের দ্বারা যা তাকে লালন করে:

তোমরা সভয়ে ও সকম্পে পরিত্রাণের সাধনা করে চল। কেননা তিনি নিজেই তাঁর মঙ্গলময় তুষ্টির জন্য তোমাদের অন্তরে থেকে তা বাসনা করেন ও তার জন্য কাজ করেন।

৬২তম বিশ্ব আহ্বান দিবস উপলক্ষে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের বাণী

আশার তীর্থযাত্রী : জীবনের উপহার

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

আজকের এই দিনে ৬২তম বিশ্ব আহ্বান দিবসে আমি আপনাদের সবার কাছে একটি আনন্দময় ও উৎসাহব্যঞ্জক আমন্ত্রণ জানাতে চাই: জীবনকে উদারভাবে উপহার হিসেবে উৎসর্গ করে আপনারা আশার তীর্থযাত্রী হয়ে উঠুন।

আহ্বান হলো একটি অমূল্য উপহার যা ঈশ্বর আমাদের অন্তরে বপন করেন। নিজেদেরকে পিছনে ফেলে ভালোবাসা ও সেবার যাত্রা শুরু করার ডাক। হোক সাধারণ কিংবা অভিষিক্ত কিংবা উৎসর্গীকৃত জীবন, খ্রিস্টমণ্ডলীতে প্রতিটি আহ্বান হলো এমন আশার চিহ্ন যা স্বয়ং ঈশ্বর এই জগতের জন্য এবং তাঁর প্রত্যেকটি সন্তানের জন্য ধারণ করেন।

আজকাল অনেক তরুণ-তরুণী ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে হতাশ হয়। প্রায়ই তারা তাদের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা সম্পর্কে বোধ করে নিরাপত্তাহীনতা ও গভীর পরিচয় সংকট, অর্থ ও মূল্যবোধের সংকট যা ডিজিটাল দুনিয়ার বিভ্রান্তিকর বার্তাগুলো আরো বাড়িয়ে তোলে। গরিব ও দুর্বলদের প্রতি অন্যায্য আচরণ, আত্ম-তুষ্ট ও স্বার্থ-কেন্দ্রিক সমাজের উদাসীনতা এবং যুদ্ধের বর্বরতা - এ সবই তরুণদের হৃদয়ে লালিত একটি পরিপূর্ণ জীবনের আশাকে হুমকির মুখে ফেলে। তবুও প্রভু-যিনি মানুষের অন্তর্যামী-তিনি আমাদেরকে অনিশ্চয়তার মাঝেও পরিত্যাগ করেন না। তিনি চান আমরা যে আশার তীর্থযাত্রী হিসেবে তাঁর ভালোবাসার পাত্র, আহূত এবং প্রেরিত হই।

আমরা মণ্ডলীতে যারা প্রাপ্তবয়স্ক এবং বিশেষভাবে যাজকগণ, আমাদের প্রতি বিশেষ আহ্বান হলো যুবাদেরকে তাদের জীবনাহ্বানের পথে স্বীকৃতি দেয়া, নিজ নিজ আহ্বান শনাক্তকরণে তাদের সাহায্য করা এবং তাদের সঙ্গে পথ চলা। আর তোমরা তরুণরা, তোমরা আহূত হয়েছ পবিত্র আত্মার সাথে সেই পথে যাত্রা করতে যিনি তোমাদের জীবনকে ভালোবাসার উপহার ক'রে তোলার জন্যে সেই আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে থাকেন।

জীবনাহ্বানের একান্ত পথ গ্রহণ করা

প্রিয় তরুণসমাজ, "তোমাদের যৌবনটা কেবল একটা 'মধ্যবর্তী' সময় নয়। তোমরা হলে ঈশ্বরের 'সদা বর্তমান' *(ক্রিস্তুস ভিভিত, ১৭৮)*। বোঝার চেষ্টা কর : ঈশ্বর তোমাদের যে জীবন উপহার দিয়েছেন, তার জবাবে তোমাদের এক উদার ও বিশ্বস্ত সাড়াদানের প্রয়োজন। তাকিয়ে দেখ সেই সমস্ত যুব সাধু-সাধ্বী ও ধন্যশ্রেণীভুক্তদের দিকে যারা প্রভুর ডাকে আনন্দের সাথে সাড়া দিয়েছেন: লিমার সাধ্বী রোজ, সাধু ডমিনিক সাভিও, বালক যিশুভক্তা সাধ্বী তেরেজা, শোকাত্মীতা মা মারীয়ার ভক্ত সাধু গাব্রিয়েল, ধন্য কার্লো আকুতিস ও ধন্য পিয়ের জর্জো ফ্রাস্সাতি যাঁরা খুব শিঘ্রই সাধুশ্রেণীভুক্ত হতে যাচ্ছেন, এবং আরো অনেকে। তাঁরা তাদের জীবনাহ্বানকে পুনরুত্থিত যিশুর সাথে বন্ধুত্বের মাধ্যমে প্রকৃত সুখের পথ হিসেবে উপলব্ধি করেছিলেন। যখনই আমরা যিশুর কথা শ্রবণ করি, তখনই আমাদের ভেতরে আমাদের হৃদয়টা জ্বলে ওঠে *(দ্রঃ লুক ২৪:৩২)* এবং ঈশ্বরের কাছে আমাদের জীবনটা উৎসর্গ করার একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা আমরা অনুভব করি। স্বভাবতই, আমরা এমন এক জীবনাহ্বানের পথ খুঁজে পেতে চাই যা আমাদের সেই ভালোবাসার প্রতিদান দিতে সাহায্য করবে, যে ভালোবাসায় তিনি নিজেই প্রথমে আমাদের ভালোবেসেছেন।

প্রতিটি জীবনাহ্বান, একবার হৃদয়ের গভীরে অনুভূত হলে, তা ভালোবাসা ও সেবার প্রেরণাকে জাগিয়ে তোলে। তবে তা আত্ম-উন্নতির মাধ্যম হিসেবে নয় বরং আশা ও আত্মদানের বহিঃপ্রকাশ হিসেবেই জন্ম নেয়। তাই আহ্বান ও আশা প্রতিটি নর-নারীর সুখের নিমিত্তে ঐশ-পরিকল্পনার সাথে জড়িত। তারা সকলেই একে অপরের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে আহূত *(দ্রঃ মঙ্গলসমাচারের আনন্দ, ২৬৮)*। অনেক তরুণ-তরুণী জানতে চায় ঈশ্বর কোন পথে তাদের ডাকছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই বিস্মিত হয়ে আবিষ্কার করে যে, ঈশ্বর তাদের যাজকীয় কিংবা উৎসর্গীকৃত জীবনে আহ্বান করেছেন। আর অন্যরা সাধারণ কল্যাণ সাধনের জন্য এবং তাদের বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতদের মাঝে বিশ্বাসের সাক্ষী হওয়ার জন্য বিবাহ ও পরিবার জীবনাহ্বানের সৌন্দর্যকে আবিষ্কার ক'রে তা বেঁছে নেয়।

প্রত্যেক আহ্বান আশার দ্বারা অনুপ্রাণিত, যে আশা চিহ্নিত করে ঐশ-বিধানে ব্যক্তির দৃঢ় আস্থা। খ্রিস্টানদের কাছে, আশা কেবল মানবিক আশাবাদের চেয়েও বেশি কিছু: এটি হল আমাদের ঈশ্বর-বিশ্বাসের উপর স্থিতমূল এই গভীর নিশ্চয়তা: ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকের জীবনে সদা ক্রিয়াশীল। সমস্ত আহ্বানই মঙ্গলসমাচারের প্রতি বিশ্বস্ত হওয়া দৈনন্দিন প্রচেষ্টা এবং প্রার্থনা, বিচক্ষণতা ও সেবার মাধ্যমে ধীরে ধীরে পরিপক্ক হয়ে ওঠে।

প্রিয় যুব বন্ধুরা, ঈশ্বর আমাদের আশা কখনো নিরাশ করেন না, কারণ জীবন চলার প্রতিটি পদক্ষেপে তিনি তাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন যারা তাঁর কাছে তাদের জীবন সমর্পণ করেছে। আমাদের বিশ্বের এমন তরুণ-তরুণীদের প্রয়োজন যারা আশার তীর্থযাত্রী, যারা সাহসের সঙ্গে খ্রিস্টের কাছে তাদের জীবন উৎসর্গ করে এবং তাঁর শিষ্য-শিষ্যা ও প্রেরণকর্মী হতে পেরে আনন্দিত।

জীবনাহ্বানের একান্ত পথ অনুধাবন করা

আমাদের আহ্বান-জীবনের আবিষ্কার একটি বিচক্ষনতার যাত্রার ফলে ঘটে। সেই যাত্রা কখনোই একাকী নয়, বরং একটি খ্রিস্টীয় সমাজের মধ্যে তা বিকশিত হয় এবং তা সেই সমাজের একটি অংশ।

প্রিয় বন্ধুরা, জগত তোমাদের তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করে এবং ক্রমাগত তিরস্কার করে। যার ফলে তোমরা উন্মুক্ত নীরবতার অভিজ্ঞতা করতে পার না, যার মাধ্যমে ঈশ্বর আমাদের হৃদয়ে কথা বলেন। তোমরা সাহস ক'রে বিরতি নাও, তোমাদের হৃদয় তোমাদেরকে কি বলছে তা শোন এবং তোমাদের নিয়ে ঈশ্বরের কি স্বপ্ন তা তাঁকে জিজ্ঞেস করো। আমাদের জীবনের নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে ঈশ্বরের ডাক শুনতে এবং সচেতন ও স্বাধীনভাবে সাড়া দিতে শিখতে হলে প্রার্থনার নীরবতা একান্ত অপরিহার্য।

প্রার্থনাপূর্ণ অনুধ্যান আমাদের উপলব্ধি করতে সাহায্য করে যে, যদি আমাদের জীবনকে গড়ে তুলি একটি উপহার, সর্বোপরি যারা পৃথিবীর বস্তুগত ও অস্তিত্বগত প্রান্তে বাস করে তাদের সেবায় যদি নিজেদের নিয়োজিত করি, তবে আমরা সকলেই হতে পারব আশার তীর্থযাত্রী। যারা ঈশ্বরের ডাকে মনোযোগ দেন, তারা বঞ্চিত, আহত ও পরিত্যক্ত বোধ করা অগণিত ভাই-বোনদের কান্নার প্রতি বধির হতে পারেন না। প্রতিটি আহ্বান আমাদেরকে খ্রিস্টের উপস্থিতি হয়ে ওঠার প্রেরণকর্ম সূচিত করে যেন যেখানে আলো ও সান্ত্বনার সর্বাধিক প্রয়োজন সেখানে তা পৌঁছে দিতে পারি। বিশেষভাবে, সাধারণ খ্রিস্টভক্তগণ তাদের সামাজিক ও পেশাগত দায়বদ্ধতার মাধ্যমে ঐশরাজ্যের "লবণ, আলো ও খামির" হয়ে উঠতে আহূত হন।

জীবনাহ্বানের একান্ত পথের সঙ্গী হওয়া

অতএব, সকল পালকীয় সেবাকর্মী এবং আহ্বান পরিচালক, বিশেষত আধ্যাত্মিক পরিচালকের উচিত স্ব-প্রণোদিত হয়ে তরুণ-তরুণীদের আশা, ধৈর্য ও আস্থার সাথে স্বেচ্ছায় সঙ্গ দেওয়া ও তাদের সাথে পথ চলা। তাতে যে স্বয়ং ঈশ্বরেরই "শিক্ষাবিদ্যা" প্রতিফলিত হয়। তাদের উচিৎ শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতার সঙ্গে তরুণদের কথা শ্রবণ করতে পারা এবং নিজেদেরকে বিশ্বাসযোগ্য, প্রজ্ঞাবান ও সহায়ক পথপ্রদর্শক হিসেবে প্রমাণ করা। তরুণদের যাত্রাপথে ঈশ্বর উপস্থিতির লক্ষণগুলো অনুধাবন করার জন্য তাদেরকে অবশ্যই সর্বদা মনোযোগী হতে হবে।

আমি অনুরোধ করছি যে মানব জীবন ও কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আহ্বানকে লালন-পালন করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হোক এবং প্রতিটি ব্যক্তিকে আধ্যাত্মিকভাবে প্রভুর কণ্ঠস্বরের প্রতি উন্মুখ হতে সাহায্য করা হোক। তাই শিক্ষাগত ও পালকীয় কর্মপরিকল্পনায় আহ্বান-জীবনের সাথে পথ চলার বিষয়টিতে পর্যাপ্ত স্থান দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মণ্ডলীতে প্রয়োজন এমন পালক, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী, প্রেরণকর্মী এবং স্বামী-স্ত্রীর যুগল যারা আস্থা ও আশার সাথে প্রভুকে "হ্যাঁ" বলতে সমর্থ। আহ্বান কখনোই হৃদয়ে গচ্ছিত সম্পদ নয়, বরং এটি এমন একটি সমাজের মধ্যে বৃদ্ধি পায় ও শক্তিশালী হয় যে সমাজের মানুষ বিশ্বাস করে, ভালোবাসে এবং আশা করে। কেউ একাকী ঐশ-আহ্বানে সাড়া দিতে পারে না, কেননা আমাদের সকলেরই ভাইবোনদের প্রার্থনা ও সমর্থনের প্রয়োজন রয়েছে।

প্রিয় বন্ধুরা, মণ্ডলী যখন নতুন নতুন আহ্বানের জন্ম দেয় তখনই তো সে জীবন্ত ও ফলশালী হয়। আমাদের পৃথিবী, প্রায়শ অজান্তেই, সন্ধান করে আশার সাক্ষ্যবহনকারীদের যারা নিজেদের জীবন দিয়ে ঘোষণা করে যে খ্রিস্টকে অনুসরণ করা প্রকৃত আনন্দের উৎস। তাই আমরা যেন প্রভুর কাছে তাঁর ফসলের জন্য নতুন মজুরদের চাইতে কখনো ক্লান্ত না হই, নিশ্চিত থাকি যে তিনি তাঁর মহান ভালোবাসায় তাদেরকে ডাকতে থাকবেন। প্রিয় তরুণ-তরুণীরা, প্রভুকে অনুসরণ করার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টাকে আমি মারীয়ার মধ্যস্থতার উপর অর্পণ করছি, যিনি খ্রিস্টমণ্ডলীর মাতা এবং সমস্ত আহ্বানের জননী। সুসমাচারের পথে আশার তীর্থযাত্রীরূপে তোমরা এগিয়ে চলো! আমার আশীর্বাদের মধ্যদিয়ে আমি তোমাদের সাথে আছি। আর তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ, আমার জন্য প্রার্থনা করো।

রোম, পলিক্লিনিকো আগস্তিনো জেমেল্লি, ১৯ মার্চ ২০২৫। - ফ্রান্সিস

তালিকাভূক্তিকরণ বিজ্ঞপ্তি

হস্তশিল্প রপ্তানীকারক প্রতিষ্ঠান কোর-দি জুট ওয়ার্কস্ (কারিতাস বাংলাদেশের একটি ট্রাষ্ট) প্রকৃত উৎপাদনকারী, সরবরাহকারী ও সেবাপ্রদানকারীদের তালিকাভূক্তির জন্য আবেদন আহ্বান করছে:

কটন ও সিল্ক সুতা, মোম (প্যারাফিন, ষ্টেরিক), চাবির রিং (কোটেড), পেইন্টিং সামগ্রী (চক পাউডার, জিংক), কটন বেল্ট, কটন ড্রস্ট্রিং, রানার ও জিপার, মেটালিক সামগ্রী, পেপার কার্টন (নতুন ও পুরাতন) ৩/৫/৭ প্লাই, গাম টেপ, কাটিং পেপার, ব্রাউন পেপার, পিপি ব্যান্ড, পলি ব্যাগ, সিলিকা জেল, ড্রাইব্যাগ, অফিস ষ্টেশনারী, কম্পিউটার সামগ্রী, এয়ার টিকেটিং, ইউটিলিটি সামগ্রী, ট্রান্সপোর্ট-সি এন্ড এফ (লাইসেন্সসহ), যানবাহন সার্ভিসিং, জেনারেটর সার্ভিসিং, এসি সার্ভিসিং, লিফ্ট সার্ভিসিং, মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান।

- আগ্রহীগণকে নিম্নলিখিত ঠিকানা হতে অফিস চলাকালীন সময়ে (সকাল ১০টা-বিকাল ৪টা পর্যন্ত) ৫০০/- নগদ মূল্যে ফরম সংগ্রহ করার অনুরোধ করা যাচ্ছে। তালিকাভূক্তির ফরম সংগ্রহ ও সকল উল্লেখিত কাগজ পত্রাদিসহ জমা দানের শেষ তারিখ ২৯ মে ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।
- সুরক্ষা নিশ্চিতে প্রতিষ্ঠানে প্রবেশের জন্য আগ্রহী আবেদনকারীকে ফটো আইডি/জাতীয় পরিচয়পত্র সাথে আনতে হবে অন্যথায় ফরম সংগ্রহ করা যাবে না।
- তালিকাভুক্তি বিষয়ক সকল পরিবর্তন/পরিবর্ধন বা গ্রহণ/প্রত্যাখ্যানের অধিকার প্রতিষ্ঠান সংরক্ষণ করে।

যোগাযোগের ঠিকানা:

কোর-দি জুট ওয়ার্কস্, বাড়ী-২৭, রোড-১১৯, গুলশান ১, ঢাকা-১২১২,

মোবাইল নং- ০১৬৭৪৩৫১০১৯, ০১৯৮০০০৮৫৬০

বিজ্ঞ/১০০/২৫

বিশ্ব আহ্বান দিবস ২০২৫ উপলক্ষে পিএমএস জাতীয় পরিচালকের বাণী

খ্রিস্টেতে প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

পন্টিফিক্যাল মিশন সোসাইটিজ্ বাংলাদেশ-এর জাতীয় অফিসের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই পাস্কা পর্বের শুভেচ্ছা। সেই সাথে আমাদের পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের মহাপ্রয়াণে সবাইকে সমবেদনা জানাই। তিনি ছিলেন মহান পালক, সংস্কারক ও নবায়নকারী। পিতরের উত্তরসূরী ও খ্রিস্টমণ্ডলীর মেষপালক হিসেবে তিনি যেভাবে তাঁর পোপীয় শাসনামল অতিবাহিত করেছেন– তার সুখস্মৃতি চিরকাল আমাদের হৃদয়পটে গাঁথা থাকবে। ঈশ্বর তাঁর এই মহান সেবককে স্বর্গে তাঁর সান্নিধ্যে চিরশান্তি দান করুন।

বিশ্বজুড়ে আগামী ১১ মে ২০২৫ (পুনরুত্থানকালের চতুর্থ রবিবার) আমরা পালন করবো ৬২তম বিশ্ব আহ্বান দিবস (world day of prayer for vocation)। এই দিনে সমগ্র খ্রিস্টমণ্ডলীতে একযোগে প্রার্থনা করা হয় যেন ঈশ্বর ও মানুষের সেবায় আরো বেশি সেবাকর্মী তথা যাজক, ব্রতধারী ও ব্রতধারিণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, যেন আরো অনেক তরুণ-তরুণী ঈশ্বরের ডাক শুনে যাজক ও সন্ন্যাসী হিসেবে মণ্ডলীর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কাজ করতে অনুপ্রাণিত হয়। প্রকৃত পক্ষে প্রভু যিশুখ্রিস্ট তাঁর শিষ্যদের যে নির্দেশ দিয়েছিলেন: 'ফসল প্রচুর কিন্তু মজুর অল্প; তাই তোমরা ফসলের মালিককে মিনতি জানাও যেন তিনি তাঁর ফসল তোলার জন্যে কর্মীদের প্রেরণ করেন" *(মথি ৯:৩৭)* – এই দিনটি প্রভু যিশুর সেই নির্দেশ বাস্তবায়নেরই একটি বিশেষ উপলক্ষ্য।

পুণ্যপিতা ফ্রান্সিস যখন গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন, সেখান থেকেই ৬২তম বিশ্ব আহ্বান দিবস উপলক্ষে তিনি তাঁর সুচিন্তা ও বাণী প্রদান করেছিলেন। এ বছরের আহ্বান দিবসের জন্য তিনি গ্রহণ করেছিলেন এই মুলসুরটি – 'আশার তীর্থযাত্রী : জীবনের উপহার'। হোক অভিষিক্ত জীবন, কিংবা সন্ন্যাস-ব্রতীয় জীবন, কিংবা বৈবাহিক জীবন – "প্রত্যেকটি আহ্বানই হলো জগতের কাছে একটি আশার চিহ্ন – যা স্বয়ং ঈশ্বর এই জগতের জন্য এবং তাঁর প্রত্যেকটি সন্তানের মঙ্গলের জন্য দান করেন। প্রত্যেক আহ্বান আশার দ্বারা অনুপ্রাণিত, যে আশা চিহ্নিত করে ঐশ-বিধানে ব্যক্তির দৃঢ় আস্থা। খ্রিস্টানদের কাছে, আশা কেবল মানবিক আশাবাদের চেয়েও বেশি কিছু: এটি হল আমাদের ঈশ্বর-বিশ্বাসের উপর স্থিতমূল এই গভীর নিশ্চয়তা : ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকের জীবনে সদা ক্রিয়াশীল। সমস্ত আহ্বানই মঙ্গলসমাচারের প্রতি বিশ্বস্ত হওয়া দৈনন্দিন প্রচেষ্টা এবং এবং প্রার্থনা, বিচক্ষণতা ও সেবার মাধ্যমে ধীরে ধীরে পরিপক্ক হয়ে ওঠে।" পুণ্যপিতা যুবক-যুবতীদের জগতের দিকে তাকিয়ে হতাশ না হয়ে বরং ভালোবাসা ও সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে গেছেন।

প্রয়াত পুণ্যপিতার বাণীতে আহ্বান জীবনের উপর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা লক্ষ্য করি। প্রথমত: নিজ নিজ জীবনাহ্বানের পথকে বরণ করার বিষয়। দ্বিতীয়ত: ঈশ্বর প্রত্যেককে কোন জীবনে আহ্বান করছেন তা বিচক্ষণতার সাথে সনাক্ত করা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার বিষয়। তৃতীয়ত: যারা ঐশ আহ্বান জীবনে যাত্রা আরম্ভ করেছে, যারা গঠণপ্রার্থী তাদের সাথে গঠনকর্মী ও পালকীয় সেবাকর্মীদের নিয়মিত পথ চলা ও সঙ্গ দেওয়ার বিষয়। তিনি নির্দেশ দিয়ে গেছেন : "আমরা মণ্ডলীতে যারা প্রাপ্তবয়স্ক এবং বিশেষভাবে যাজকগণ, আমাদের প্রতি বিশেষ আহ্বান হলো যুবাদেরকে তাদের জীবনাহ্বানের পথে স্বীকৃতি দেয়া, নিজ নিজ আহ্বান সনাক্তকরণে তাদের সাহায্য করা এবং তাদের সঙ্গে পথ চলা। আর তোমরা তরুণরা, তোমরা আহূত হয়েছ পবিত্র আত্মার সাথে সেই পথে যাত্রা করতে যিনি তোমাদের জীবনকে ভালোবাসার উপহার ক'রে তোলার জন্যে সেই আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে থাকেন।"

বিশ্ব আহ্বান দিবসে আহ্বান বৃদ্ধির জন্যে প্রার্থনার পাশাপাশি মণ্ডলী আমাদেরকে আহ্বান জানায় উদারভাবে দান করতে। কারণ ভাবী যাজক-ব্রতধারী-ব্রতধারিণীদের গঠন ও লালনের কাজে অর্থ প্রয়োজন। এই দিবসে বিশ্বজুড়ে সকল ধর্মপ্রদেশের প্রত্যেকটি ধর্মপল্লীতে যে দান উঠে – তা সংগ্রহ ক'রে প্রেরণ করা হয় পুণ্য নগরী ভাতিকানের প্রেরিতদূত সাধু পিতরের সংস্থায়। সেখানে গঠিত হয় এক বিশ্বজনীন সংহতি তহবিল। সেই তহবিল থেকেই দরিদ্র ও মিশন দেশগুলোতে স্থানীয় প্রেরণকর্মী গড়ার উদ্দেশে গঠনপ্রার্থী ও নবিশদের ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণের যাবতীয় ব্যয়ভার বহনে সাহায্য করা হয়। গঠনগৃহ নির্মাণ, সংস্কার, বিস্তার, গঠনদাতা তৈরী ইত্যাদির ক্ষেত্রেও প্রেরিতদূত সাধু পিতরের সংস্থার বিশ্বজনীন তহবিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ সবই সম্ভব হয়ে ওঠে আপনাদের প্রার্থনার পাশাপাশি আহ্বান দিবসে উদার দানের কারণে।

আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই সকল বিশপ, পালপুরোহিত, কাটেখিস্ট, এনিমেটর এবং সর্বোপরি সকল খ্রিস্টভক্তদের যাদের উদারতায় গতবছর আমরা বিশ্বজনীন সংহতি তহবিলে প্রেরণ করতে পেরেছি ৪,৪৪,১২০ টাকা। আপনাদের জ্ঞাতার্থে ২০২৪ খ্রিস্টবর্ষে সাধু পিতরের সংস্থার জন্য আপনাদের দান সংগ্রহের পরিমাণ এখানে ধর্মপ্রদেশ ভিত্তিক প্রদান করা হল: ঢাকা- ২২০,১৬০, চট্টগ্রাম- ২৯,৬৫০, দিনাজপুর- ২৯,৪৮০, খুলনা- ৩০,৯৪০, ময়মনসিংহ- ৩৫,০৪৫, রাজশাহী- ৬৭,৮৪০, সিলেট-৯,০০০ এবং বরিশাল- ২২,০০৫ টাকা।

শত প্রতিকূলতার মধ্যেও প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে প্রেরণকর্মী বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে সুসমাচার প্রচার ও ঐশরাজ্য বিস্তারের জন্য আপনাদের এই বিশ্বাসপূর্ণ প্রার্থনা, কঠোর ত্যাগ-স্বীকার ও উদার আর্থিক সহযোগিতার জন্য প্রেরিতদূত সাধু পিতরের সংস্থা ও বাংলাদেশের সকল বিশপগণের পক্ষ থেকে আমি আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ। বিশ্ব আহ্বান দিবস ২০২৫ পালন সার্থক ও সুন্দর হোক – সেই প্রত্যাশা করি।

খ্রিস্টেতে,

ফাদার পিটার শ্যানেল গমেজ

জাতীয় পরিচালক, পিএমএস বাংলাদেশ।

বিশ্ব আহ্বান দিবস ও কিছু কথা

ব্রাদার সিলভেস্টার মৃধা সিএসসি

ভূমিকা: সম্মানিত পাঠক-পাঠিকা ভাই-বোনদের আহ্বান দিবসের প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। বিশ্ব আহ্বান দিবসে সমগ্র বিশ্বে কাথলিক মণ্ডলীর মহামান্য পোপ ফ্রান্সিস (প্রয়াত) সহ সমস্ত কার্ডিনাল, বিশপ, ব্রতধারী, ব্রতধারিণী, যাজক ও ধর্মীয় ব্যক্তিদের আহ্বানের দিনটি স্মরণ করে ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রকাশের মুহূর্ত উপস্থিত। বিশেষ অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ লাভ করে মণ্ডলীর ঐশ জনগণের সেবায় যারা আত্মনিয়োগ করেছেন তাদের প্রতিও জানাচ্ছি শুভেচ্ছা। বিশ্ব আহ্বান দিবসের তাৎপর্য ও গুরুত্ব তুলে ধরে অনেক কর্মসূচি, আলোচনা, বিশেষ খ্রিস্টযাগ, সেমিনার, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ, সংবাদপত্রে লেখা, বেতার-টেলিভিশনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশেও অনুরূপ কম বেশি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশের খ্রিস্টভক্তদের পালকীয় ও আত্মিক সেবা প্রদানের মানসে কয়েকটি ধর্ম সংঘের সূচনা শত বছর পূর্বেই ঘটেছিল। আবার হিসাব করলে সহস্রাধিক খ্রিস্ট সেবক-সেবিকা বাণী প্রচারে প্রেরণকর্মীরূপে নিরলস সেবা করে যাচ্ছেন। কার্ডিনাল, আর্চবিশপ, বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী পরিচালনা, সেবা ও পরিচর্যার দায়িত্ব গ্রহণ করে তাদের সাধ্য মত প্রেরণ কাজে ব্রতী রয়েছে। আমরা সকলে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সহায়তা করব, তাদের সেবা কর্মের হাতকে এবং নিজেদেরকেও এ সেবা কাজে নিঃস্বার্থভাবে জড়িত করতে সচেষ্ট হব।

বাংলাদেশের ধর্মপ্রদেশগুলোর প্রতিষ্ঠাকাল: খ্রিস্টভক্তদের সংখ্যা যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তাদের অবস্থানের দূরত্বের কারণে ধর্মপ্রদেশের সংখ্যাও বাড়াতে হচ্ছে। প্রায় পাঁচ শত বছরের অধিক ইতিহাসে বাংলাদেশে বর্তমানে এ যাবতকাল ১৬ জন বিশপ অভিষিক্ত হয়েছেন। এদের মধ্যে ছয়জন প্রয়াত হয়েছেন। আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী সিএসসি, বিশপ যোয়াকিম রোজারিও সিএসসি, আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও, বিশপ মাইকেল অতুল রোজারিও সিএসসি, বিশপ ফ্রান্সিস এ গমেজ, বিশপ পৌলিনুস কস্তা। ধর্মপ্রদেশের সংখ্যা ৮টি। প্রতিষ্ঠাকাল-ঢাকা-১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দ, খুলনা-১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দ, চট্টগ্রাম-১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ, দিনাজপুর-১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ, ময়মনসিংহ-১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ, রাজশাহী-১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ, সিলেট-২০১১ খ্রিস্টাব্দ এবং বরিশাল-২০১৫ খ্রিস্টাব্দ। সমগ্র বাংলাদেশে পোপ মহোদয়ের প্রতিনিধি আর্চবিশপ ধর্মপ্রদেশগুলোর সংঘে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে ভক্তবৃন্দের আত্মিক ক্ষুধা নিবারণে পরামর্শ ও সহায়তা দান করে যাচ্ছেন।

মণ্ডলীর সার্বিক সহযোগিতা প্রদানে সকল খ্রিস্টভক্তদের সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য। বিশ্ব আহ্বান দিবসে আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে মণ্ডলীর সেবা কাজের পরিধি সম্বন্ধে এবং প্রেরণ কাজ ত্বরান্বিত করে অব্যাহতভাবে চালিয়ে যাওয়ার জন্য।

বিভিন্ন ধর্মসংঘ/সম্প্রদায়: বাংলাদেশ মণ্ডলীতে সেবাকর্ম ও বাণী প্রচারে আত্মনিয়োগকারী বহু ধর্ম সম্প্রদায় রয়েছে। এসব সংঘ বা সম্প্রদায়গুলো- শিক্ষা সেবা, স্বাস্থ্যসেবা, নিরাময় ও পুনর্বাসন, খ্রিস্টীয় ও মানবিক গঠন, মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের স্বাভাবিক জীবন যাপনের ব্যবস্থা করা, আহ্বান জীবনে প্রবেশের গঠন ও প্রশিক্ষণ, যুব আহ্বান জীবনে প্রবেশের গঠন ও প্রশিক্ষণ প্রদান, যুব কার্যক্রম পরিচালনা, যোগাযোগ মাধ্যমকে আধুনিকীকরণ ইত্যাদি নানাবিধ সেবাকাজে সম্পৃক্ত রয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, বিশপসহ, পুরোহিত, ব্রাদার ও সিস্টারগণ নিজ নিজ ধর্মসংঘের নীতিমালা অনুসরণ করে ধর্মপ্রদেশের বিশপ মহোদয়ের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে থাকেন। সম্প্রদায়ের পরিচালক/ পরিচালিকারও কতগুলো বিষয় রয়েছে যেগুলো পালনে তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, দায়বদ্ধ থাকেন। মোটকথা, ঐশরাজ্য বিস্তারে প্রেরণকাজে সক্রিয় ভূমিকা পালন তাদের মূখ্য উদ্দেশ্য। নিম্নে বাংলাদেশ অবস্থানরত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংখ্যা তুলে ধরা হল:

১. পুরোহিত- ১১টি সম্প্রদায়

২. ব্রাদার-৬টি সম্প্রদায়

৩. সিস্টার- ২৬টি সম্প্রদায়

৮টি ধর্মপ্রদেশে বিশপগণসহ যাজকদের সংখ্যা-৪৪২ জন।

এছাড়া বেথানী ধ্যানাশ্রমে অবিবাহিত কয়েকজন ভগ্নি আজীবন পরার্থে সেবায় অতিবাহিত করবেন এমন সিদ্ধান্তে সেবায় নিয়োজিত আছেন। বলাবাহুল্য, বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীতে যে কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানে এমনকি ইতালী এ্যাম্বাসিতে সিস্টারগণ সেবাকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। ধর্মপ্রদেশের বিশপদের সাথেও অফিস এবং অন্যান্য কাজে সিস্টারদের সহায়তা লক্ষ্য করা যায়। এমনকি পিএমএস অফিস পরিচালনা, সিসিপি টিম, ক্যারেজমেটিক, বিসিসি, বিসিআর ইত্যাদি কাজেও দক্ষতার সাথে সিস্টার, ফাদার ও ব্রাদারগণ সেবাকাজ করে যাচ্ছেন। খ্রিস্ট মণ্ডলীতে প্রেরণকাজ ও মঙ্গলবাণী ঘোষণা যিশুর নির্দেশ মতই গড়ে উঠেছে। ফসল প্রচুর, মজুর অল্প। অতএব, শষ্যক্ষেতে কাজের কর্মী প্রচণ্ডভাবে গুরুত্বের সাথে বৃদ্ধি প্রয়োজন। শিশুদের মধ্যে থেকেই এ সম্ভাবনা ক্রমান্বয়ে পূর্ণতা লাভ করতে থাকে। তাই পিতামাতাদের এ বিষয়টি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বর্তমান বাস্তবতায় বিশেষভাবে প্রাধান্য দিতে হবে।

প্রয়াত পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ২০১৫ খ্রিস্টাব্দকে নিবেদিত জীবন বর্ষ ঘোষণা করেছিলেন যাতে ধর্মীয় জীবনে ত্যাগী, মণ্ডলীর প্রেরণ কর্মে কর্মীদের সংখ্যা আশানুরূপভাবে বৃদ্ধি পায়। আসলে ঐশ আহ্বান একটি চলমান প্রক্রিয়া বাংলাদেশে পবিত্র ক্রুশ সংঘ ২৮ এপ্রিল ২০২৫ হতে ২৮ এপ্রিল ২০২৬ খ্রিস্টাব্দকে প্রেরণবর্ষ হিসেবে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ বছর পাস্কাপর্ব উপলক্ষে ২২ জন ব্রাদার বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশের ধর্মপল্লীগুলোতে পুণ্য সপ্তাহ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো পরিচালনা করেছেন। তদ্রুপ ফাদার, সিস্টারগণও পল্লী অঞ্চলে ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো পরিচালনা ও সহায়তা প্রদান করেছেন। এভাবে ধর্মীয় বিশ্বাস বৃদ্ধিসহ মাণ্ডলিক সেবাকাজে সকলের সাধ্যমত চেষ্টা করা প্রয়োজন। সাধু পল বলেছেন, ধিক! আমাকে, আমি যদি মঙ্গলসমাচার প্রচার না করি।

উপসংহার: আবার স্মরণ করছি প্রয়াত পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিসের গুরুত্বপূর্ণ বার্তা সম্বন্ধে। অক্টোবর ৪, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বব্যাপী মণ্ডলীতে ধর্মীয় জীবনে ব্রাদারদের জীবনাহ্বান পালন দিবস এবং ১ মে, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ সাধু যোসেফের পর্ব দিবসে ব্রাদারদের প্রেরণকর্ম নিয়ে ভাতিকান একটি বার্তা পরিবেশন করে। যদিও প্রায় দু'শত বছর শিক্ষা সেবা থেকে বিভিন্ন সেবা কাজে ব্রাদারগণ মণ্ডলীতে সেবা প্রদান করে যাচ্ছেন।

এখানে উল্লেখ্য, বাংলাদেশে বিদেশী পুরোহিত, ব্রাদার ও সিস্টারদের সংখ্যা কমে আসছে বা হ্রাস পাচ্ছে। নতুন কোন বিদেশী প্রেরণকর্মী প্রাপ্তির কোন সুযোগ নাই। এছাড়া বয়সের কারণে অবসর গ্রহণ করছেন বেশ কয়েকজন। এমতাবস্থায় সেবা কাজের পরিধি ও প্রয়োজনের তুলনায় পুরোহিত, ব্রাদার ও সিস্টারদের সংখ্যা অনেকাংশে ব্যাহত হবে বৈকি। অতএব, আজকের যুবাদের প্রভুর আহ্বান সম্বন্ধে চিন্তা করতে হবে এবং আহ্বানে সাড়া দিয়ে মণ্ডলীর সেবা ও প্রেরণকর্মী হতে হবে।

প্রভু যিশুর প্রেরণবাণী: "যাও সকল জাতিকে শিক্ষা দাও" একথা স্মরণে রেখে বিশ্ব আহ্বান দিবস উদ্‌যাপন যেন আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যুবক-যুবতীদের অনুভূতিতে নাড়া দেয় এবং ভাববাদী এলিয়ের মত অনেকেই বলতে সক্ষম হয়, "প্রভু, এই তো আমি, আমাকে তোমার প্রেরণ কাজে ব্যবহার কর।"

মা: আমার বন্ধু আমার ভালোবাসা

ফাদার মাইকেল মিলন দেউরী

মা হল পৃথিবীর সবচেয়ে দামী। যার সঙ্গে কোন কিছুর তুলনা চলে না। মা হল এমন একজন, যার স্থান কেউ কখনোই নিতে পারে না। মা যেকোন পরিস্থিতিতেই সন্তানের পাশে থাকে ও রক্ষা করে। মা সন্তানকে সর্বদা সমর্থন করে ও জীবনের পথ দেখাতে সর্বদা উপস্থিত। মা এমন একজন ব্যক্তি যিনি তার সন্তানের জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ও সমর্থন দিয়ে পাশে থাকে। মা হল মধুর। মা নামের শব্দ দিয়ে ব্যক্তি অনুপ্রাণিত হয়। একজন মা তার সন্তানের জন্য যত্নশীল ও সর্বদা প্রেমময়। মা সন্তানের প্রথম, সেরা ও চিরকালের বন্ধু। এই মাকে আমরা নিশ্চিন্তে বিশ্বাস করে ভরসা করতে পারি। মা আমার ভালোবাসা!

মা: আমার বন্ধু আমার ভালোবাসা: মা আমার বন্ধু ও ভালোবাসা! মা আছে বলেই আমি আছি। মা আমাকে তার ভালোবাসার আঁচলে যত্নে রাখে ও প্রেম দিয়ে আগলে রাখে। বন্ধু হয়ে আছে সারাক্ষণ ছায়াসঙ্গী হয়ে। মা তুমি আছ আমার হৃদয় জুড়ে চিরকালের আজন্ম ভালোবাসা হয়ে। মায়ের হৃদয়ে সন্তানের বসত চিরকাল। মা তুমিই আমার সেরা, প্রথম ও চিরকালের বন্ধু; যাকে আমি নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্তে সবই সহভাগিতা করতে পারি।

মা আমার ভালোবাসা: সন্তানের উপর সারা জীবন ধরে সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করে মা। মা জীবনের প্রতিটি ক্ষণে আদরে যত্নে ও ভালোবাসায় সন্তানকে লালন পালন করে। জীবনের বিভিন্ন দিক কিভাবে অতিক্রম করতে হয় সে বিষয়ে মায়ের কাছ থেকেই সন্তান শিখে। আমার মা'ই জীবনের প্রথম পথ প্রদর্শক, আদর্শ ও অনুপ্রেরণার উৎস। মা-ই হল একমাত্র ব্যক্তি যাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করা যায়। মা আমার অগ্রগতি এবং জীবন বিকাশের প্রধান কারণ। মা পরিবারে নিরলসভাবে স্নেহ ও মমতা নিয়ে সবার জন্যে কাজ করে যায়। তিনি সবই করেন ভালোবাসা ও যত্ন দিয়ে। মা পরিবারে কোন ভেদাভেদ করে না, বরং সবাইকে সমানভাবে ভালোবাসা প্রদান করে।

মা আমার বন্ধু: মা আমার জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। মা একজন সুপার মা। তিনি সবসময় সন্তানের পাশে থাকে। মা-ই সন্তানের অনুপ্রেরণা। মা সব সময়ই সন্তানদের ভালো করার অনুপ্রেরণা ও সাহস যোগায়। তিনি পুরো পরিবারে যত্ন নেয়। মা অত্যন্ত দয়ালু, পরিশ্রমী ও সবার জন্যে নিবেদিত প্রাণ। মা আমার পরম বন্ধু। আমার সহপাঠি বন্ধুদেরও মা অনেক আদর, যত্ন করত ও ভালো খাবারের ব্যবস্থা করত। মা-ই জটিল বিষয়ের সহজ সমাধান দিয়ে সন্দেহ ও বিভ্রান্তি দূর করে। মা, আমার ও পরিবারের সুখানন্দের জন্য প্রতিনিয়ত ত্যাগস্বীকার করে। তিনি আমাকে অসীম দিগন্তের সীমাহীন ভালোবাসা ও স্নেহ দেয়। বন্ধুর মত সহযাত্রী হয়ে আমার চলার পথে সঙ্গী হয়। মা, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

আমার পৃথিবী: পরিবারের প্রতি মায়ের নিষ্ঠা অটল ও পূর্ণ। মা, তার পরিবারের জন্য নিজের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষাকে সব সময় জলাঞ্জিলি দেয়। মা আমার অনুপ্রেরণার সবচেয়ে বড় উৎস। আমার আধ্যাত্মিক, মানসিক, ধর্মীয় ও নৈতিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মায়ের শিক্ষা আজও হৃদয়ে বাজে। মা আমার শ্রেষ্ঠ মা। আমার স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে তিনি সবই করেছেন। মায়ের ভালোবাসা ও যত্ন যে কোন তাজা ফুলের চেয়েও সুন্দর। সন্তানের বয়স যতই হোক না কেন, মায়ের যত্নের কখনোই ঘাটতি হয় না। মা-ই পৃথিবী। আত্মার প্রশান্তি।

মা জীবনের অনুপ্রেরণা: মায়েরা হল একজন অনুপ্রেরণা। একজন মায়ের মধ্যে বেশকিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যা তাকে ভালোবাসা ও নিষ্ঠার মূর্ত প্রতীক করে তোলে। তিনি ক্ষমাশীল, আমরা সন্তানেরা ভুল করলে, মা শুধু ক্ষমাই করেন না বরং আমাদের বুঝায়। তিনি প্রেমের শাসনে আমাদের বুঝিয়ে দেন কিভাবে দায়িত্বে সচেতন হতে হয় ও ভবিষ্যৎ জীবনের জন্যে নিজেকে গড়তে হয়। মা সন্তানের স্বপ্নপূরণের জন্যে সূর্যোদয় থেকে রাত পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে। পরিবারে সকলের হৃদয়ে মা আছে অনুপ্রেরণা ও আদর্শ হয়ে।

মা আমার স্বপ্ন: মা, সন্তানের জন্য স্বপ্ন। মা হলেন এমন একজন যিনি সন্তানের প্রয়োজনের সময় তাকে সান্ত্বনা দেয়। ত্যাগস্বীকার করে সন্তানের জন্য একটি সুখময় জীবন প্রদানের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করে। মা নিঃস্বার্থ ব্যক্তি যিনি সূর্যের মত সমস্ত অন্ধকার দূর করে তার পরিবারের সুখ ও ভালোবাসার আলো জ্বালিয়ে দেয়। মা সন্তানের জীবনে এমনই এক স্বপ্ন যিনি প্রেরণা দিয়ে সফলভাবে এগিয়ে যেতে সাহস যোগায়। সন্তানের দক্ষতা বৃদ্ধিতে অবিরাম প্রচেষ্টা করে। কঠিন পরিস্থিতিতে সাহস নিয়ে ধৈর্য্যের সাথে সম্মুখের প্রাণে এগিয়ে চলে।

মায়ের শক্তি: মায়েরা শারীরিকভাবে শক্তিশালী নাও হতে পারে, তবুও তিনি তার এবং পরিবার জীবনের প্রতিটি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেন। তিনি একজন অবিরাম অনুপ্রেরণার উৎস যিনি আমাকে প্রতিকূলতার মুখে কখনও হাল ছেড়ে না দেওয়ার কথা মনে করিয়ে দেয়। মা আমার জন্য প্রেরণার এক প্রধান উৎস, কারণ তিনি আমাকে আমার দক্ষতা, শিক্ষা এবং প্রতিভা বৃদ্ধি করতে উৎসাহিত করে। তিনি আমাকে আবার চেষ্টা করতে, কখনও হাল ছেড়ে না দিতে এবং সফল না হওয়া পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করতে অনুপ্রাণিত করে। জীবনে যে কোন বাধার মুখোমুখিই হন তা ে কোন ভাবেই মোকাবেলা করেন একজন মা।

এই নারী শক্তিই হল আমার মা। এই মা, আমাদের পথে আসা যে কোন প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়ে আমরা সন্তানেরা কিভাবে বিপদে পড়ি তা আমাদের ক্রমাগত মনে করিয়ে দেয়। মা, কঠিন সময়ে একজন জীবন রক্ষাকারী। তিনি আমাকে শাস্তি দেয় ও সংশোধন করে তা সত্ত্বেও তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি সমস্যা সমাধানে সক্ষম, তা সে স্কুল হোক বা জীবনের সম্পর্কিত হোক। মা আমার প্রশিক্ষক এবং পথপ্রদর্শক। যিনি আমাকে পথ দেখান এবং কঠিনতম মুহূর্তগুলিতে আমাকে পরিচালিত করেন।

উপসংহার: মা একজন চমৎকার শিক্ষিকা, কঠোর অভিভাবক, বিশ্বস্ত বন্ধু ও একজন আনন্দময় সাহচর্য। মা আমার শুধু মা-ই নয়। আমার জীবনে ঈশ্বরের প্রকাশ, যিনি তার পুরো জীবন তার পরিবার ও সন্তানের জন্য উৎসর্গ করেছেন। মা শ্রদ্ধা ও প্রশংসার যোগ্য। একজন মায়ের মধ্যে সহজাত এবং শিক্ষণীয় গুণাবলী থাকে যা একজন মা হিসাবে তার কাজকে চিহ্নিত করে। একজন মায়ের মূল্য বৈশিষ্ট্য হল দায়িত্বশীলতা, যা তার মাতৃত্বের সাথেই আসে। আমার মা নিঃস্বার্থ ভালোবাসা এবং স্নেহ প্রদর্শন করে। একজন মায়ের ভালোবাসাই সবকিছু। সবচেয়ে শক্তিশালী শক্তি। সকল মায়েদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা প্রণাম। ভাল থাকুন সকল মা। মা দিবসে এই প্রার্থনা। ৯০

আধুনিক যুগঃ কেমন আছে মা

ডানিয়েল লর্ড রোজারিও

আমার দেখা সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা হলেন আমার মা। মায়ের কাছে আমি চির ঋণী। আমার জীবনের সমস্ত অর্জন তারই কাছ থেকে পাওয়া নৈতিকতা, বুদ্ধিমত্তা আর শারীরিক শিক্ষার ফল।

জর্জ ওয়াশিংটন

১৯ মার্চ ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে সকালে কলেজে ভর্তির জন্য কিছু কাগজপত্র তুলতে বনপাড়া গিয়েছিলাম। যেহেতু দিনে গিয়ে দিনেই আসতে হবে তাই একটু তাড়াহুড়া করছিলাম। যাইহোক, ২.৩০ মিনিটের মধ্যে কাজ শেষ করে আমি আবার রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওনা হই। প্রায় ৫ টার সময় ক্লান্তিমাখা শরীর নিয়ে রেলগেটে নামি। বাস থেকে নামার পরে মনে হচ্ছিল বিপদেই পড়লাম। যেহেতু নামাজের সময় সবাই নামাজ পড়তে যাচ্ছিল তাই কোন অটো পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ দেখি এক মহিলা অটো নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি আগে শুধু শুনেছি যে এখন মহিলারাও গাড়ি চালায় কিন্তু স্বচক্ষে দেখার ভাগ্য কখনো হয়নি। যাইহোক, মহিলার গাড়িতে চেপে বসলাম এবং বললাম আমাকে বারো রাস্তার মোড়ে নামিয়ে দিয়েন। গাড়িতে ওঠার পর থেকেই মহিলাটির প্রতি আমার শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছিল। গাড়িতে এক লোক গল্প করছিল মহিলাটি অনেক কষ্ট করে গাড়ি চালিয়ে তার ছেলেদের মানুষ করেছে। একা কষ্ট করে আরো ৪ টি গাড়ি কিনেছে এবং তার ছেলেকে দিয়েছে কিন্তু তার ছেলে তাকে দেখেনা। তাই মহিলাটি এই বয়সেও গাড়ি চালিয়ে নিজের পেট চালাচ্ছে। কথাগুলো শুনে মহিলার প্রতি শ্রদ্ধা আরো অনেক গুন বেড়ে গেল এবং ওই ছেলের কথা ভেবে দুঃখ করছিলাম। চিন্তা করে দেখলাম এটাই বর্তমান বাস্তবতা। চিন্তা করতে করতে চলে আসলাম নিজ গন্তব্যে। গাড়ি থেকে নেমে মহিলাকে ধন্যবাদ ও শ্রদ্ধা জানিয়ে ঘরে ফিরে আসলাম। এই মায়ের সীমাহীন কষ্ট আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় আধুনিক যুগে কেমন আছে আমাদের মায়েরা। আসুন নিজেরাই চিন্তা করি।

"মা" শব্দটি অতি ক্ষুদ্র একটি শব্দ, যার গভীরতা ও প্রগাঢ়তা সুবিশাল, সীমাহীন। মা এক পবিত্র শব্দ। মা এ ধরণীতে অকৃত্রিম ভালোবাসার এক জলন্ত ও শক্তিশালী নিদর্শন। মা মমতাময়ী, স্নেহময়ী, কষ্টভোগী, সহনুভূতিশীল ও ত্যাগস্বীকারের এক মহান ব্যক্তিত্ব। মা প্রথম ও প্রধান শিক্ষক। মা সন্তানের জন্য প্রথম ও শেষ আশ্রয়; নিশ্চিত নির্ভরতা ও ভরসা। মা তার সন্তানকে বটবৃক্ষের ন্যায় সর্বদা তার ছায়াতলে রাখেন। কিন্তু বর্তমান সময়ে আমাদের মায়েরা কেমন আছে? আমি ওই গাড়ি থেকে নামার পরে প্রতিটা মুহূর্তে শুধু চিন্তা করছিলাম সত্যি কত শত মা আজ অবহেলিত। ১০ মাস ১০ দিন গর্ভে ধারন করে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে যে মা আমাদের জন্মদান করেছেন তার প্রতি আমাদের এই আচরণ অদৌ কি যৌক্তিক। স্ত্রীর কুপরামর্শে আমরা পিতা-মাতাকে অনেক সময় ত্যাগ করি কিন্তু পিতা-মাতা কখনো আমাদের ত্যাগ করে না। স্নেহময়ী মায়ের জন্য আমরা অনেক কিছু করতে পারব না কিন্তু তাদের তো খুশী রাখতে পারি।

একজন সন্তানের তার মায়ের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

১) প্রতিদিন অন্তত একবার একটু সময় নিয়ে জিজ্ঞেস করা 'কেমন আছো মা?' দেখবেন আপনার মা অনেক বেশী খুশি হবেন।

২) মায়ের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোর ব্যাপারে সচেতন থাকা।

৩) স্ত্রীর কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে মায়ের বিচার না করা।

৪) মাকে মাঝে মাঝে তার কাজে সাহায্য করা।

৫) মায়ের কখন কি দরকার তা জিজ্ঞেস করা এবং সাধ্যমত ব্যবস্থা করা।

৬) মা যেন কষ্ট না পায় এমন কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা।

৭) আপনার মাকে প্রতিদিন ঈশ্বরের চরণে রাখুন এবং ধন্যবাদ জানান।

৮)মায়ের সাথে কখনো দুর্ব্যবহার না করা।

৯) মায়ের সাথে নিজের জীবনের সব কথা খুলে বলা এবং মায়ের কথাগুলো শোনা।

১০) প্রতিদিন প্রার্থনা করা যেন মা তার দায়িত্ব ও কর্তব্য সুস্থ শরীরে সুন্দরভাবে করতে পারেন।

একবার এক লোককে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে 'পৃথিবীতে সব থেকে ধনী ব্যক্তি কে?' লোকটি উত্তর দিয়েছিল, 'আমি'। প্রশ্ন করা হলো কিভাবে? সে উত্তর দিয়েছিল, 'আমার একজন মা আছে।' সত্যি আমরা সবাই একেকজন ধনী ব্যক্তি কারণ আমাদের মা আছে। যাদের মা নেই তারাই বুঝতে পারে মা হারানোর ব্যাথা কতটা তিক্ত। তাই আসুন মায়েদের যত্ন নেই তাদের ভালো থাকার কারণ হয়ে উঠি।

মাগো আমার মা

শান্ত যোহন গাড্ডী

মা আমার সবার সেরা যে তুমি
আমার কাছে অনন্যা,
তুমিই আমার সব কিছু মা
তোমার হয় না তুলনা।
আমায় তুমি দিয়েছ জন্ম
করেছ ভালোবাসায় লালন,
তাই তোমার প্রতি বাধ্যতা
মোর, থাকবে আজীবন।
তোমারই ছত্রছায়ায়
আমি উঠেছি বেড়ে,
তাই মা তুমি কখনো আমায়
চলে যেয়ো না ছেড়ে।
নিজে না খেয়ে তুমি
পেট ভরে খাইয়েছো আমাকে,
তাই তোমার প্রতি মোর ভালোবাসা
আমি দেখাবো পুরো বিশ্বকে।
তোমার যত আত্মত্যাগের কথা
লেখা থাকবে বইতে,
তোমার নাম জানবে সবাই
কাঁপিয়ে পুরো জগতকে।
হাজারো কষ্টে তুমি মা আমার
থেকেছো হাসি মুখে
বুঝতে দাওনি কিছুই তো মোদের
কেঁদেছো লুকিয়ে লুকিয়ে।
সবকিছুই মা আজ
পড়ছে খুব মনে
তাই আমি লিখে রেখেছি
এই কবিতারই প্রত্যেকটি লাইনে।।

খ্রিস্টের আহ্বানে অপর খ্রিস্ট হতে এগিয়ে এসেছে যারা

খ্রিস্টীয় আহ্বান হলো প্রথমত এবং প্রধানত ভালোবাসার জন্য একটি ডাক, এটি এমন এক ভালোবাসা যা আমাদেরকে নিজস্বতার বাইরে নিতে, নিজেদের বিকেন্দ্রীভূত করতে এবং আত্মনিবেদনের মাধ্যমে নিজেদের উর্ধ্বে ওঠার দিকে নিয়ে যায়; যা প্রকৃত অর্থে নিজেকে এবং ঈশ্বরকে আবিষ্কার করতে সাহায্য করে।

আহ্বান হলো ঐশ নিমন্ত্রণে আত্মসমর্পণ যা একজন বিশ্বাসী ব্যক্তি বিনম্র চিত্তে ঈশ্বরের ডাকে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে সঁপে দেয়া। যিশু নিজেই তাঁর শিষ্যদের বাণী প্রচারের জন্য আহ্বান করেছেন এবং প্রেরণ করেছেন। বিশ্বব্যাপী বিশাল বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র কিন্তু প্রচারক খুবই অল্প। বর্তমান বিশ্বে যাজকীয় এবং ব্রতীয় জীবনের আহ্বান কমে আসছে। মানুষের জীবনে বৈষয়িক উন্নয়নের সাথে সাথে আধ্যাত্মিক উন্নয়ন হ্রাস পাচ্ছে। তাই বিশ্বমণ্ডলীর প্রেরণ কাজ পরিচালিত করার জন্য প্রেরণকর্মী, আর্থিক সমর্থন ও প্রার্থনার একান্ত প্রয়োজন। প্রয়োজন আমাদের যুব সমাজকে প্রেরণকর্মে উৎসাহ দেওয়া, উদ্বুদ্ধ করা। এ ব্যাপারে পিতা মাতাই মূখ্য ভূমিকা পালন করতে পারেন। পরিবারই আহ্বানের উর্বর ভূমি। তাই মণ্ডলীকে জীবন্ত ও শক্তিশালী করতে হলে আমাদের সচেষ্ট হতে হবে ধর্মীয় জীবন আহ্বান বিষয়ে। বিগত বছরে আহ্বানে সাড়া দিয়ে যারা যাজক অভিষেক লাভ করেছেন তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও অনুভূতি নিয়ে সাজানো হল প্রতিবেদনটি।

ফাদার লিংকন সামূয়েল কস্তা

ফৈলজানা ধর্মপল্লী, পাবনা, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ

ডিকন লিংকন সামূয়েল কস্তা ২৫ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে সাধু ফ্রান্সিসের গীর্জা, ফৈলজানা ধর্মপল্লী, পাবনাতে যাজকাভিষেক লাভ করেন। তিনি তার শৈশব থেকে যাজক হবার ইচ্ছা, আহ্বান জীবনে প্রবেশ, যাজকাভিষেক লাভসহ বিভিন্ন ঘটনার কথা তুলে ধরেছেন তার অনুভূতিতে।

লিংকন সামূয়েল কস্তা : মনে যাজক হওয়ার ইচ্ছা ছিলো খুব ছোটবেলা থেকেই কিন্তু যাজকীয় জীবনের কোন পরিষ্কার ধারণা ছিলো না। তাই শৈশবে যখন কোন সেমিনারীয়ানকে দেখতাম তখন কিছুটা ভালো লাগত ও কৌতুহল নিয়ে তাদের জীবন অবলোকন করতাম। পরে সেমিনারীতে যাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হয় যখন দেখতাম আমার বড় ভাই চন্দন কস্তা, যখন বোর্ণী বোর্ডিং থেকে বাড়িতে ছুটিতে আসতেন তখন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যাজকদের নিয়ে আলোচনা করতেন, বিশেষ করে জেজুইট ধর্মসংঘের কথা। আমি অবাক হয়ে শুনতাম, এবং আমিও মনে মনে স্বপ্ন দেখতাম আমি জেজুইট ধর্মসংঘে প্রবেশ করবো, কারণ আমি আমার বড় ভাইয়ের সবকিছু অন্ধের মত অনুসরণ করতাম।

আমার জীবনে কয়েকটি ঘটনা আছে যা আমাকে যাজকীয় গঠন জীবনে প্রবেশের ও গ্রহণের সিদ্ধান্তকে পরিপূর্ণ ও পরিপক্ক করেছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, ফাদার কান্তনের একটি ঘটনা, একদিন বিকেলে আমি যখন মিশনের পাশ দিয়ে পার হচ্ছি, তখন আমি দেখতে পাই বয়স্ক ফাদার কান্তন একটি ঝাড়ু দিয়ে পুরাতন গির্জার দেয়াল পরিষ্কার করছেন। আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি এবং ফাদারকে দেখছি সেই সাথে মনে মনে বলছি একজন বিদেশি পুরোহিত যদি বাহিরের দেশ থেকে এসে আমাদের জন্য এত যত্ন করে কাজ করতে পারেন তাহলে আমি কেন একজন ফাদার হবো না। সেই দিন আমি মনে মনে ইচ্ছা পোষণ করি আমিও ফাদার হবো এবং যদি ফাদার হই তাহলে ফাদার কান্তনের মত ফাদার হবো।

একটা স্বপ্ন, আমি প্রভুর যাজক হবো, এই বোধ আমাকে খুব ছোট থেকেই ত্বাড়িত করেছে। শিশু অবস্থায় যাজক হওয়ার ইচ্ছার বীজ আমার অন্তরে রোপিত হয়েছে একাধিক ব্যক্তির মধ্যে দিয়ে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো আমার পরিবারের সদস্যবৃন্দ, শিক্ষকমণ্ডলী, ধর্মপল্লীর ফাদার-সিস্টারগণ ও বন্ধুবান্ধব। আমাকে যাজকত্বের বেদীমূলে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে তাদের অবদানের পরিমাপ সত্যই দুরূহ, শুধু এতটুকুই বলতে চাই, তারা হলেন আমার যাজকীয় আহ্বানের ভিত্তি প্রস্তর রচনাকারী।

যাজকীয় অভিষেক গ্রহণের সাথে সাথে আমার জীবনের প্রতিটি ক্ষণে সর্বদা উপলব্ধি করি নতুনত্ব, যা আমার কর্ম, চিন্তা, ধ্যান-প্রার্থনা ও অভ্যাসের মধ্যে একটি অনন্য মাত্রায় প্রকাশিত হচ্ছে। অভিষেকের পর আমি প্রায়ই চমকে উঠতাম, যখন কেউ আমাকে ফাদার বলে ডাকতেন, ফাদার! আমার জন্য একটি নতুন সম্বোধন, যা আমাকে সর্বদা মনে করিয়ে দেয়, আমি একজন অভিষিক্ত প্রভুর যাজক, পালক ও শিক্ষক। একজন অভিষিক্ত যাজক হিসাবে আমি সব সময় উপলব্ধি করি একজন যাজকের প্রতিটি যাজকীয় কাজ নিত্য চিরনতুন, অভিন্ন ও জীবন্ত, সেটা আমি উপলব্ধি করি প্রতিটি সাক্রামেন্ত ও সাক্রামেন্তীয় কর্ম-যজ্ঞ উদযাপনে।

খ্রিস্টের যাজকত্ব সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞান, প্রভুর যাজকত্ব হলো খ্রিস্টবিশ্বাসীর প্রার্থনার ফল, যা ঈশ্বর বিশ্বাসীবর্গের প্রার্থনার ফল স্বরূপ মণ্ডলীকে প্রদান করেন। প্রভু একজন যাজককে বেছে নেন, ভক্তজনগণের মধ্য থেকে, তার ভক্তজনগণের জন্য, যেন যাজক তার ভক্তজনগণকে সর্বদা চির-নতুন, সজীব, সতেজ ও প্রাণবন্ত রাখেন। তাই একজন নব-অভিষিক্ত যাজক হিসাবে আমি নিত্য আশা করি, যেন প্রভুর যাজকত্বে সর্বদা প্রাণবন্ত থেকে মণ্ডলীকে প্রাণবন্ত রাখি।

প্রভুর যাজকীয় অভিষেক লাভ শুধু একটি মাণ্ডলিক দায়িত্বভার গ্রহণ করা নয়, বরং ব্যক্তি হিসাবে নতুন পরিচয়ে জন্ম লাভ করা, যেখানে ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক রীতি-নীতির পাশাপাশি নৈতিকতার মানদণ্ডে নিজের যাজকত্বকে প্রতিনিয়ত প্রকাশ পায় এবং যাজকের নিজের হৃদয়ে ঈশ্বরের দয়া ও ভালোবাসা প্রকাশিত হয়। আমি আমার যাজকীয় অভিষেকের মধ্যে ঠিক এই বোধ উপলব্ধি করি যে, এই অভিষেকের গুণ দিয়ে অসীম হৃদয়ের ব্যক্তি হওয়ার আহ্বান পেয়েছি, যার প্রকাশ পাবে মানুষের সাথে প্রতিটি সাক্ষাতে, সেবা ও পালকীয় কাজে।

প্রভু তার যাজকত্বে আমাকে সর্বদা চিরনতুন, শুভ্র, সুন্দর ও পবিত্র রাখুন।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম: লিংকন সামূয়েল কস্তা

জন্ম: ০৫ নভেম্বর ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ

পিতার নাম: মন্টু আগস্টিন কস্তা

মাতার নাম: দিপালী তেরেজা গনসালভেস

ভাই-বোন: ২ ভাই ও ১ বোন

সেমিনারী গঠন

যীশু নাম গৃহ সেমিনারী, সুইহারী, দিনাজপুর (২০০৭ -২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

সেন্ট যোসেফের সেমিনারী, রমনা, ঢাকা (২০১০-২০১৩ খ্রিস্টাব্দ)

বিশেষ আধ্যাত্মিক অনুশীলন, গুল্টা রাজশাহী (২০১৩-২০১৭ খ্রিস্টাব্দ)

পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, ঢাকা (২০১৪, ১০১৭ খ্রিস্টাব্দ)

পন্টিফিক্যাল উর্বাণ কলেজ 'ডি প্রোপাগান্ডা ফিদে', রোম, ইতালি, (২০১৮-২০২৪ খ্রিস্টাব্দ)

পরিসেবক/ডিকন অভিষেক

২৯ এপ্রিল ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, সেন্ট পিটার্স বাসিলিকা, রোম, ইতালি।

যাজকীয় অভিষেক

২৫ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, সাধু ফ্রান্সিসের গির্জা, ফৈলজানা, পাবনা।

ফাদার সাগর জেমস্ তপ্ন

বেনীদুয়ার ধর্মপল্লী, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ

ডিকন সাগর জেমস্ তপ্ন যিশুর পবিত্র হৃদয়ের গির্জা, বেনীদুয়ার ধর্মপল্লীতে গত ২৯ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে বিশপ জের্ভাস রোজারিও, কর্তৃক অভিষিক্ত হন। ফাদার সাগর জেমস্ তপ্ন'র যাজক হওয়ার অনুভূতি এবং বিভিন্ন ঘটনাবলী তুলে ধরা হল তার সাক্ষাৎকার থেকে।

ফাদার সাগর জেমস্ তপ্ন: দীর্ঘ ১৮টি বছর সেমিনারীতে থেকে গঠন লাভ করার পর খ্রিস্টের দ্রাক্ষাক্ষেত্রে সেবা করার সুযোগ পেয়েছি বলে খ্রিস্টের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। যদিও ছোট বেলায় আমার ডাক্তার হওয়ার প্রবল ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ঈশ্বরের পরিকল্পনা অন্যরূপ। তাই সেমিনারীতে প্রবেশ করার পর ধীরে ধীরে ঈশ্বরের আহ্বান বুঝতে পারি আর তাঁর আহ্বানে সাড়া দেই। যাজক হওয়ার উপলব্ধি আমাকে প্রতিদিনই আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চার করে। প্রতিদিনই আমাকে যাজক হতে হয় খ্রিস্টযাগ অর্পণের মাধ্যমে।

যাজক হওয়ার পিছনে আমার মা'র অবদান অনেক বেশী। আমি যেন যাজক হতে পারি সেজন্য মা প্রত্যেকদিন প্রার্থনা করতেন। সেই সাথে আমার দিদিরা ও দাদা আমার জন্য সব সময় অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। আমার যাজকীয় জীবনে এই পর্যন্ত আসার পিছনে ফাদার উজ্জ্বল বেনেডিক্ট গ্রেগরী'র অবদান অনেক। তিনি আমাকে সেমিনারীতে প্রেরণ করেছেন এবং সেমিনারীতে আমার পরিচালকও ছিলেন।

যাজক হওয়ার আগে থেকেই আমার পরিকল্পনা ছিলো আমি যুবক-যুবতী ও শিশুদের মাঝে কাজ করবো। যদিও আমি যাজক সবার জন্যে।

নতুন যাজক হিসেবে আমার প্রত্যাশা হচ্ছে আমাদের খ্রিস্টভক্তগণ যেন যাজকদের জন্য প্রার্থনা করেন, খ্রিস্টভক্তগণ যেন ধর্মপল্লীতে যাজককে পরামর্শ, তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ধর্মপল্লীকে একটি পবিত্র ও আনন্দমুখর পরিবেশ তৈরি করে। একজন যুবক-যাজক হিসেবে ব্যক্তির কাছে, পরিবারে, গ্রামে, অবহেলিত মানুষদের কাছে মঙ্গলবাণী প্রচার করা, খ্রিস্টের ন্যায্যতা ও শান্তি পৌঁছে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করে যাবো।

যাজকীয় জীবন অতি আনন্দের ও ভালোবাসার। সত্যিকার অর্থে যিনি খ্রিস্টের ইচ্ছা ও ভালোবাসা নিজের ইচ্ছা ও জীবনটাকে সম্পূর্ণরূপে সঁপে দিতে পারেন কেবলমাত্র তিনিই প্রকৃতপক্ষে যাজকীয় জীবনের অমৃত আস্বাদন করতে পারবেন। যাজক হিসেবে আমি মনে করি প্রত্যেকদিনই খ্রিস্টের সাথে নিজেকে বলি দিয়ে যাজক হতে হয়। আর তা যদি হয় স্বইচ্ছা ও সচেতনভাবে তবেই পবিত্র যাজকত্বের স্বাদ উপভোগ করা যায়।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

জন্ম : ৭ আগস্ট ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ
পিতা : প্রয়াত কসমাস ভিনসেন্ট তপ্ন
মাতা : প্রয়াত নাথালিনা তপ্ন
সেমিনারী জীবন
১) পোপ ষষ্ঠ পল মাইনর সেমিনারী, বনপাড়া: ১০-০১-২০০৭-০৮-০৬-২০১০ খ্রিস্টাব্দ
২) যীশু নাম গৃহ ইন্টারমিডিয়েট সেমিনারী, সুইহারী: ০৯.০৬.২০১০- ২০১২ খ্রিস্টাব্দ।
৩) বরিশাল কোর্স: ২০১২-২০১৩ খ্রিস্টাব্দ।
৪) সেন্ট যোসেফস্ সেমিনারী, রমনা: ১২.০৪.২০১৩---১২.০৮.২০১৭ খ্রিস্টাব্দ।
৫) বুলাকিপুর কোর্স : ২৮.০৯.২০১৬--২০১৭ খ্রিস্টাব্দ।
৬) পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, বনানী: ১৩.০৮.২০১৭--২৬.০৫.২০২৪ খ্রিস্টাব্দ।
৭) বাণী পাঠক লাভ: ২৭ অক্টোবর, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ।
৮) শুভ্র পোশাক লাভ: ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ।
৯) ডিকন অভিষেক: ২৪.০৫.২০২৪ খ্রিস্টাব্দ (পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, বনানী, ঢাকা)।

ফাদার গ্রেগরী মুকুট বিশ্বাস

উত্তম মেষপালক ক্যাথিড্রাল, বাগানপাড়া, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ

ডিকন গ্রেগরী মুকুট বিশ্বাস গত ১৮ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বাগানপাড়া উত্তম মেষপালক ক্যাথিড্রালে বিশপ জের্ভাস রোজারিও কর্তৃক যাজকীয় অভিষেক লাভ করেন। তিনি তার অনুভূতিতে তুলে ধরেছেন যাজক হওয়ার পিছনের বিভিন্ন ঘটনা ।

আমি যাজক হয়েছি প্রভু যিশুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কাজ করার জন্য এবং তাঁর বাণী বাহক হয়ে বিশ্বসীভক্তক্তের মাঝে তাকে প্রচার করার জন্য।

আমার যাজক হওয়ার পেছনে যারা আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন বিশেষ করে আমার বাবা-মা, ভাই, দাদা-বৌদি, আত্মীয়-স্বজন। তাছাড়াও বন্ধু-বান্ধব, শিক্ষক-শিক্ষিকা, পাড়া-প্রতিবেশি, অনেক ফাদার, সিস্টারগণের উপদেশ, পরামর্শ ও প্রার্থনার ফলে আমি আমার আহ্বান জীবনকে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছি। তাদের প্রত্যেকের ভালবাসার ফল হিসেবে নিজেকে মণ্ডলীর সেবাকাজে আত্মনিয়োগ করতে পেরেছি।

যাজক হওয়ার পর প্রথম কাজ হলো আমি যেন বিশ্বস্ত থেকে আমার উপর যে গুরুদায়িত্ব দিয়েছে তা যেন সঠিকভাবে পালন করতে পারি। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও শিশুদের নিয়ে আমার কাজ করার ইচ্ছা আছে।

নতুন যাজক হিসেবে আমার প্রত্যাশা খ্রিস্টভক্তগণ যে আমাকে আমার কাজের মাধ্যমে চিনতে পারে আসলে আমি কে এবং কাদের জন্য এই যাজকীয় জীবনে প্রবেশে করেছি। শুধু কথার মাধ্যমে নয় আমার কাজের মাধ্যমেই আমি সকলের ভালোবাসা পেতে চাই।

ব্যক্তিগত ভাবে আমি মনে করি যে একজন যাজককে হতে হবে আদর্শবান ব্যক্তি। যাজকীয় জীবন-যাপন দেখে বুঝতে পারবে আসলে যাজক কে এবং যাজকীয় জীবনে তার দায়িত্ব কি কি। একজন যাজকের প্রধান কাজ হলো মণ্ডলীর সাক্রামেন্তীয় কাজ। এই সাক্রামেন্তীয় কাজ যেন সে বিশ্বস্ততার সাথে পালন করে এবং খ্রিস্টবিশ্বাসীদেরও তা সঠিকভাবে পালন করতে শেখায়।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম: ফাদার গ্রেগরী মুকুট বিশ্বাস
জন্ম তারিখ: ১২ নভেম্বর ১৯৮৬
পিতার নাম: ফ্রান্সিস বিশ্বাস (মৃত)
মাতার নাম: তেরেজা বিশ্বাস
গ্রাম: পূর্ব আলিগঞ্জ, রাজশাহী
বনানীতে সেমিনারীতে প্রবেশ : পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, বনানী, ঢাকা (১৫ আগস্ট ২০১৫)
দর্শন শাস্ত্র: পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, বনানী, ঢাকা (১৫ আগস্ট ২০১৫- মে ২০১৭)
ইটালি: ২৬জুন ২০১৭ - মার্চ ২০১৮ (১০ মাস) ইটালিয়ান ভাষা শিক্ষা
ঐশতত্ত্ব অধ্যয়ন: পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, বনানী, ঢাকা (২০১৮- ২০২৪)
বাণী পাঠক পদ লাভ: পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, বনানী, ঢাকা (১০ নভেম্বর ২০১৮)
শুভ্র পোশাক ও বেদীসেবক পদ লাভ: পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, বনানী, ঢাকা (২ মার্চ ২০১৯)
পরিসেবক / ডিকন পদ লাভ: পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, বনানী, ঢাকা (২৪ মে ২০২৪)
পরিসেবকীয় সেবাদান: চাঁদপুকুর ক্যাথলিক চার্চ, শান্তিরাজ খ্রিষ্ট ধর্মপল্লী
যাজকীয় অভিষেক: ১৮ অক্টোবর ২০২৪, উত্তম মেষপালক ক্যাথিড্রাল, বাগান পাড়া, রাজশাহী
ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার খ্রিস্টযাগ: ১৯ অক্টোবর ২০২৪, উত্তম মেষপালক ক্যাথিড্রাল, বাগানপাড়া, রাজশাহী

ফাদার বিনেশ তিগ্যা

সাধু ইউজিন কাথলিক ধর্মপল্লী, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ

আমি ছোটবেলা থেকেই আমার কাকার সাথে প্রতি রবিবার আমাদের গির্জা-ঘরে যেতাম। আমার কাকা আমাকে সব সময় আমাকে অনেক অনুপ্রেরণা দিয়েছে যাজকীয় জীবনে পথ চলতে। আমি ছোটবেলা থেকেই একজন যাজক হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করি। আমি প্রতি রবিবার গির্জায় যেতাম, কিন্তু আমাদের পরিবারে সেই সময় দীক্ষাস্নান গ্রহণ করেনি কিন্তু আমরা মাণ্ডলীক সব কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতাম।

২০০৯ খ্রিস্টাব্দে ফাদার ইগ্নাশিউস বিন্দু হেম্ব্রম আমাদের পরিবারের সবাইকে দীক্ষাস্নান প্রদান করে। তারপর ২০১০ খ্রিস্টাব্দে এসএসসি পরীক্ষার পর আমি ফাদার বিন্দুর সাথে দেখা করতে যাই। আমি যখন ফাদারকে বলি যে আমি "এসো দেখে যাও" প্রোগ্রামে যেতে চাই। তখন ফাদার আমাকে বলেছিল, ফাদার হওয়ার জন্য যা করা দরকার তা আমাকে বলেন এবং "এসো দেখে যাও" প্রোগ্রামে পাঠায় বনপাড়া সেমিনারীতে। আমি প্রোগ্রাম শেষ করে দিনাজপুর সেমিনারীতে প্রবেশ করি।

যীশু নাম গৃহ সেমিনারীতে প্রবেশ করতে আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন ফাদার ইগ্নাসিউস বিন্দু হেম্ব্রম এবং ফাদার এমেলীও স্প্যানেল্লী পিমে আমাকে আর্থিক ও নৈতিক সমর্থন দিয়েছেন।

বনানী সেমিনারীতে আমি দুই বছর দর্শনশাস্ত্র ও চার বছর ঐশতত্ত্ব অধ্যয়ন করেছি। আর এক বছর পালকীয় অভিজ্ঞতা করেছি। যখন আমার পড়াশোনা করতে মন চাইতো না তখন নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিতাম যে, আমি তো নিজের জন্য পড়ছি না, বরং ঐশজনগণের জন্যই আমার এই সাধনা, যাদের কাছে প্রভু আমাকে প্রেরণ করেন যেন আমি তাদের ভালোবেসে ও সেবাদানে আনন্দ ও পরিতৃপ্তি পাই।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম : বিনেশ মার্টিন তিগ্যা
পিতা : স্বর্গীয় লরেন্স স্বরবেশ্বর তিগ্যা
মাতা : মার্থা নিরতী টপ্য
ভাই-বোন : ৩ ভাই ৩ বোন (৩য়)
ঠিকানা : শিহাড়া, নওগাঁ
সেমিনারী গঠন
মাইনর সেমিনারীতে "এসো, দেখে যাও" : এপ্রিল ২০১০, পোপ ৬ষ্ঠ পল সেমিনারী, বনপাড়া।
ইন্টারমিডিয়েট সেমিনারীতে প্রবেশ : ০৯ জুন, ২০১০, যীশু নাম গৃহ, দিনাজপুর
বিশেষ ইংরেজী কোর্স : জুলাই ২০১২, ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউট, বরিশাল।
রমনা সেমিনারীতে প্রবেশ : ১২ এপ্রিল ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ সাধু যোসেফের সেমিনারী, রমনা, ঢাকা।
আধ্যাত্মিক কোর্স এ অংশগ্রহণ : ২৯ আগস্ট, ২০১৬, বুলাকিপুর, দিনাজপুর
পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীতে প্রবেশ: ৬ আগস্ট ২০১৭, বনানী, ঢাকা
ডিকন অভিষেক : ২৪ মে, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, বনানী, ঢাকা

তাই যাজকত্ব নিয়ে আমার অভিজ্ঞতার চেয়ে উপলব্ধিই বেশি। যখন যাজকত্ব নিয়ে ভাবি তখন নিজের বলতে কিছুই পাই না, কেবল অন্তঃকরণে যিশুর ভালোবাসা উপলব্ধি করি। এই যে আমার স্বাধীন 'হ্যাঁ' বলা এটাও তো তাঁর প্রতি ভালোবাসার প্রতিত্তোর। হে প্রভু, তোমায় ধন্যবাদ জানাই যে, তুমি আমাকে ভালোবাসা দিয়েছ। আমি যে এই ভালোবাসার জন্যেই তোমার বেদীমূলে উপস্থিত হয়েছি নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করব বলে।

ফাদার ব্লেইজ সুমিত কস্তা

লূর্দের রাণী মা-মারীয়ার ধর্মপল্লী, বনপাড়া, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ

ডিকন ব্লেইজ সুমিত কস্তা ৮ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে বনপাড়া লূর্দের রাণী মা-মারীয়ার ধর্মপল্লীতে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও কর্তৃক অভিষেক লাভ করেন। অভিষেক খ্রিস্টযাগে বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে ৪৫ জন ফাদার, ৩ জন ডিকন, ৩৫ জন সিস্টার ও প্রায় ১৫০০ এর অধিক খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন। ফাদার ব্লেইজ কস্তা তার যাজকীয় জীবনের অনুভূতি তুলে ধরেন এভাবে।

ছোটবেলায় আমার অবয়ব ছিল সুন্দর ও নম্র প্রকৃতির। আর সেই জন্য পরিবার প্রত্যাশা করেছিল, যেন আমি ফাদার হতে পারি। আর সেই সমর্থন ও আমার একাগ্রতা পুরোহিত হওয়া পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে।

যাজকত্ব একটি উপহার, আর এই উপহার কেউ কাউকে প্রদান করে না, সাধনার গুণে অর্জন করতে হয়। অপর দিকে যাজকীয় জীবন বিশেষ আহ্বান দ্বারা পরিপূর্ণতা পায়। সেটা হলো ঈশ্বরের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করা। আমি যাজক হয়েছি কারণ আমি যিশুকে ভালোবাসি ও তার হয়ে মণ্ডলীতে সেবা দিতে চাই বিশেষ ভাবে আধ্যাত্মিকভাবে।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর নিজেই আমাকে তার বিশেষ কাজের জন্য আহ্বান করেছেন। সেই সাথে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের অবদান রয়েছে আমার আহ্বান জীবনে এগিয়ে যেতে। ছোট বেলায় যখন স্কুলে পড়তাম তখন ধর্মক্লাসে ফাদার ও ব্রাদারগণ জিজ্ঞাসা করত কে কে ফাদার হতে চায়, আমি বড় করে হাত তুলতাম, আর বলতাম আমি ফাদার হতে চাই। তাছাড়াও ফাদার সিস্টারদের আন্তরিক ব্যবহার, নাম ধরে ডাকা, সুন্দর পোশাক, সুন্দর করে কথা বলতে পারা আমাকে

সংক্ষিপ্ত জীবনী

জন্ম: ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের ২৯ জুন
গ্রাম: কালিকাপুর
পিতার নাম: পিউস কস্তা
মাতা: মমতা কস্তা
ভাইবোন: দুই ভাই এক বোন।
দীক্ষাস্নান: ০৫-০৯-১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ।
ধর্মপল্লী: লূর্দের রাণী মা-মারীয়ার ধর্মপল্লী, বনপাড়া, নাটোর।

কস্তাকে আমি স্মরণ করি, ছোট বেলায় আমি তাদের বাড়ির পাশদিয়ে স্কুলে যেতাম আবার আসতাম। আর তার সাথে সাক্ষাত হতো, আর তিনি আমাকে প্রায়ই কোন না কোন কিছু খাওয়ার জন্য দিতেন। আর বলতেন তুই ফাদার হতে পারবি, ভালমতো পড়াশোনা কর।

যাজক হয়েছি সেবা করার জন্য। সেই সেবা হলো নিঃস্বার্থ সেবা, ভালোবাসার সেবা। সেবা কাজের মধ্যে যে চিন্তা, ভক্তজনগণের মধ্যে খ্রিস্টকে সব সময় উপস্থিত রাখা। বিনয় ও নিষ্ঠার সাথে মণ্ডলীকে সেবা করে যাব। আমি তরুণদের সাথে কাজ করতে ইচ্ছা পোষণ করি, যেন তারা তাদের জীবনের প্রকৃত জীবন লক্ষ্য নিধারণ করতে পারেন, ঈশ্বরের পরিকল্পনা তাদের জীবনে বাস্তবায়িত হয়।

নতুন যাজক হিসেবে মণ্ডলী প্রত্যাশা করে যাজক কর্মে তৎপর হবে, প্রার্থনাশীল যাজক হবে, সুন্দর মনের মানুষ হয়ে সাক্রামেন্তীয় কাজ করবে, মানুষ যাজককে সব সময় কাছে পাবে, মানুষের সাথে তীর্থযাত্রী মণ্ডলীতে এক সাথে পথ চলবে। যাজকের ছাপ মানুষের জীবনে রাখবে

মুগ্ধ করত। আমি যখন সেবক দল করতাম তখন ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডি ছিলেন সহকারী পাল-পুরোহিত। তার সুন্দর ব্যবহার ও উৎসাহ আমার মনে দাগ কেটেছিল। সেই সাথে আমার জীবনে বিশেষ অনুপ্রেরণা ফাদার সুশান্ত ডি' কস্তা, কারণ তিনি আমাদের পরিবারে প্রায়ই আসতেন, তাকে দেখতাম আর ভাবতাম একদিন যদি আমি তার মতো পুরোহিত হতে পারি। আমি যখন হাই স্কুলে পড়তাম তখন একজন সিস্টার আমার জীবনে ভূমিকা রেখেছেন উৎসাহ দানে ফাদার হবার জন্য, তিনি হলেন সিস্টার ভেরনিকা কস্তা পিমে। ফাদার হওয়ার জন্য তিনি অনুপ্রেরণা দিতেন। আবার প্রয়াত বিণা তার উপদেশ, কথা-বার্তা, আচার-আচরণ দ্বারা, যেন মানুষ তাকে সর্বদা সম্মান করতে ও ভালোবাসতে পারে।

আমার অনুভূতি অনেক আনন্দের ও প্রশংসার, কারণ ঈশ্বর আমাকে অযোগ্য থাকা সত্ত্বেও তার সেবায় আমাকে বেছে নিয়েছেন, সুযোগ দিয়েছেন। আমি আশীর্বাদ চাই, যেন মানব আত্মার যত্ন নিয়ে আজীবন এই গুরুদায়িত্ব সম্পাদন করতে পারি। আমার মধ্যদিয়ে অনেকে যেন যিশুকে চিনতে পারে এবং সকল মানুষের মাঝে খ্রিস্টের ভালোবাসার ছায়া হয়ে থাকতে পারি।

ফাদার বার্নাবাস মন্ডল

পবিত্র পরিত্রাতার ধর্মপল্লী, বানিয়ারচর, বরিশাল ধর্মপ্রদেশ

ডিকন বার্নাবাস মন্ডল গত ২২ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে বিশপ ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও কর্তৃক পবিত্র পরিত্রাতার ধর্মপল্লী, বানিয়ারচরে যাজক পদে অভিষিক্ত হন। অভিষেক অনুষ্ঠানে বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী এবং বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশ থেকে প্রায় ৩০ জন যাজক, অনেক সিস্টার ও ব্রাদার পরিবারের আত্মীয় স্বজন ও অন্যান্য খ্রিস্টভক্তগণ উপস্থিত ছিলেন। তার যাজকাভিষেকের অনুভূতি তুলে ধরা হল:

যাজক হওয়ার বাসনা অতি ছোট বেলা থেকেই ছিল। প্রভু যিশু খ্রিস্টের বাণী প্রচার ও তাঁর সংস্কার সমূহকে খ্রিস্টভক্তদের কাছে আত্মার পরিত্রাণের জন্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য একজন যাজক হয়েছি।

যাজক হওয়ার পেছনে আমার পরিবার পরিজন সকলেই অনেক প্রেরণা ও উৎসাহ দিয়েছেন। ফাদার মিম্মো পিয়েতাঞ্জা এস এক্স ফাদার বাবুল বার্ণাবাস বৈরাগী বিশেষ অনুপ্রেরণা দিয়েছেন।

ঈশ্বরের মুক্তিদায়ী বাণী প্রচারের জন্য যাজক হয়েছি। তার এই কাজে আজীবন বিশ্বস্ত থাকব এবং ঐশবাণী নিজের জীবন দিয়ে প্রচার করব। সকল সাক্রামেন্তীয় সেবা দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করব। আমি ভক্তজনগণের জন্য যাজক হয়েছি। অতএব তাঁদের জন্য জীবন বিলিয়ে দেব, তাদের সকল প্রকার প্রয়োজনে সর্বদা সাহায্য করার চেষ্টা করব। সকল আত্মার যত্ন নিব।

একজন যাজক হিসেবে আমার প্রত্যাশা হলো আমি যেন ভক্তজনগণের খুব কাছের মানুষ হতে পারি এবং ভক্তজনগণের কাছে আমি যেন তাঁদের যাজক হতে পারি, তারা যেন বলতে পারে এই যাজক আমাদের যাজক।

ঈশ্বরের বেদীমূলে দাঁড়িয়ে কৃতজ্ঞতা ভরা অন্তরে পরম করুণাময় ঈশ্বরের ধন্যবাদ ও প্রশংসা করি কারণ তাঁর অসীম ভালোবাসায়, আশীর্বাদ, দয়া ও অনুগ্রহে আমি প্রভুর বেদীমূলে আসতে পেরেছি। আমার জীবনে শত অযোগ্যতা ও দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও তিনি আমাকে তাঁর সেবাকাজের জন্য যাজকরূপে মনোনীত করেছেন। আমার নিজের কোন যোগ্যতা বলে ঈশ্বর আমাকে মনোনীত করেননি বরং তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারেই আমাকে মনোনীত করেছেন।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

জন্ম: ২৫ নভেম্বর, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ।

ভাই-বোন: চার ভাই, দুই বোন, আমার স্থান কনিষ্ঠ।

পিতা: প্রয়াত এলিও মন্ডল।

মাতা: কণক লতা মন্ডল।

গ্রাম: বানিয়ারচর, গোপালগঞ্জ।

সেমিনারী গঠন

ইন্টারমিডিয়েট সেমিনারীতে প্রবেশ: ১১ জুন, ২০১০, সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার সেমিনারী, খুলনা।

বিশেষ ইংরেজী কোর্স: ১৫ জুলাই ২০১২, ওরিয়েন্টাল ইনিস্টিউট, বরিশাল।

রমনা সেমিনারীতে প্রবেশ: ১২ এপ্রিল ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ ।

আধ্যাত্মিক কোর্স এ অংশগ্রহণ: ২৯ আগস্ট, ২০১৬, বুলাকিপুর, দিনাজপুর

পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীতে প্রবেশ: ৬ আগস্ট ২০১৭, বনানী, ঢাকা

বাণী পাঠক পদ লাভ: ২৭ অক্টোবর, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

শুভ্র পোষাক লাভ: ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

ডিকন অভিষেক: ২৪ মে, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, বনানী, ঢাকা

ফাদার লুক আলবার্ট বাড়ৈ

সাধু পিতরের ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লী, বরিশাল ধর্মপ্রদেশ

ডিকন লুক আলবার্ট বাড়ৈ গত ২৯ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, বরিশাল সাধু পিতরের ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীতে বিশপ ইম্মানুয়েল কে রোজারিও কর্তৃক অভিষিক্ত হন। তিনি তার অনুভূতিতে তুলে ধরেছেন যাজক হওয়ার বিভিন্ন স্মৃতিময় মুহূর্ত।

আমি যাজক হয়েছি কারণ আমি যিশুকে ভালোবাসি। আমি বিশ্বাস করি তিনি নিজে আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছেন, আমাকে আহ্বান করেছেন। ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে বন্ধুদের সাথে শীত কাপড় বিতরণ এর জন্য একটি গ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি এবং বিতরণ শেষ করে যখন ফিরে আসছিলাম তখন আমাদের বাসটির ব্রেকফেল হয় এবং চাকা খুলে যায় সেখানে আমার মৃত্যু নিশ্চিত ছিল কিন্তু প্রভুর কৃপায় আমি বেঁচে যাই। সেখান থেকেই আমি সিদ্ধান্ত নিই আমি আমার জীবন প্রভুর

সংক্ষিপ্ত জীবনী

জন্ম: ১৪ নভেম্বর, ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ

পিতার নাম: পল বিনিময় বাড়ৈ

মাতার নাম: মেরী মারগেট বাড়ৈ

ভাই-বোন : ৩ভাই

সেমিনারীতে প্রবেশ: ১৩ জানুয়ারি, সাধু যোসেফের সেমিনারী, রমনা ঢাকা (২০১৩- ২০১৭)

দর্শনশাস্ত্র ও ঐশতত্ত্ব : পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, বনানী, ঢাকা(২০১৭-২০২৪)

বাণী পাঠক পদলাভ : ২৭ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

পায়ে উৎসর্গ করব এবং প্রভুর যাজক হয়ে তাঁর ও মণ্ডলীর সেবা করব।

খুব ছোট সময় থেকেই আমার স্বর্গীয়া মমতাময়ী মা, আমাকে প্রভুর যাজক হিসাবে গড়ে উঠতে সব সময়ে অনুপ্রেরণা, উৎসাহ, প্রার্থনা, পরামর্শ দিয়ে গেছেন যাতে আমি আমার আহ্বান জীবনে এগিয়ে যাই। এছাড়াও রয়েছে আমার মাসি, আমার ভাইয়েরা ও আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার ও আরো অনেকে।

যেখানে এখনো প্রভুর বাণী প্রচার করা হয়নি সেখানে বাণী প্রচারক হিসাবে কাজ করা আমার বিশেষ একটা ইচ্ছা। এছাড়া শিশু ও যুবকদের নিয়ে আমার কাজ করার বেশ কিছু পরিকল্পনা আছে।

নতুন যাজক হিসাবে আমার প্রত্যাশা জনগণ যেন চার্চ মুখী হন, রবিবার দিনগুলোতে যেন গির্জা ঘর পূর্ণ থাকে ও পরিবারে পরিবারে যেন সন্ধ্যা প্রার্থনা হয় এবং আমার অঙ্গীকার থাকবে বাণী প্রচারের জন্য এবং মণ্ডলী ও জনগণের কল্যাণের জন্য পবিত্রতার সাথে আমার সমস্ত মন, প্রাণ ও শক্তি দিয়ে কাজ করে যাব।

শুভ্র পোষাক লাভ: ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

পরিসেবক/ডিকন প্রার্থী মনোনয়ন: ২৭ এপ্রিল ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ,

পরিসেবক/ডিকন অভিষেক : ২৪ মে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ,

যাজকীয় অভিষেক: ২৯নভেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, সাধু পিতরের ক্যাথিড্রাল গীর্জা, বরিশাল

ধন্যবাদের খ্রিস্টযাগ: ৩০ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, সাধু পিতরের ক্যাথিড্রাল গীর্জা, বরিশাল

দীক্ষাস্নানের গুণে আমরা সকলেই ঐশরাজ্যের সন্তান হয়ে উঠি এবং লাভ করি রাজকীয়, যাজকীয় ও প্রাবক্তিক দায়িত্ব। এই হিসাবে আমরা সকলেই যাজক । তাই মণ্ডলীর প্রতি দায়িত্ব আমাদের সকলের কারণ সকল জনগণকে নিয়ে গড়ে ওঠে ঐশমণ্ডলী মিলন সমাজ।

ফাদার রাসেল আন্তনী রিবেরু ও ফাদার লিংকন মিখায়েল কস্তা

যীশুর পবিত্র হৃদয়ের ধর্মপল্লী, রাঙ্গামাটিয়া, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ

ডিকন রাসেল আন্তনী রিবেরু ও ডিকন লিংকন মিখায়েল কস্তা গত ১১ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে যীশু হৃদয়ের ধর্মপল্লী, রাঙ্গামাটিয়াতে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সহকারী বিশপ সুব্রত বনিফাস গমেজ কর্তৃক যাজক হিসেবে অভিষিক্ত হন। ১২ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, যীশুর পবিত্র হৃদয়ের গীর্জা, রাঙ্গামাটিয়াতে তারা তাদের ধন্যবাদের খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। তাদের দুজনের অনুভূতি এবং পরিচিতি তুলে ধরা হল।

ফাদার রাসেল আন্তনী রিবেরু

আমাদের জীবন ঈশ্বরের ভালোবাসার অমূল্য দান ও উপহার। আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই একটি নির্দিষ্ট আহ্বান রয়েছে যা ঈশ্বরের কাছ থেকেই আসে। আমি আমার অন্তর গভীরে যাজক হবার জন্য ঈশ্বরের ডাক বা আহ্বান উপলব্ধি করতে পেরেছি এবং বুঝতে পেরেছি যে, ঈশ্বর আমাকে তাঁর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কাজ করতে আহ্বান করেছেন। আমি যেন সেই ঐশ আহ্বানে সাড়া দিতে পারি, খ্রিস্টে আমার জীবন প্রোথিত করতে পারি এবং সকল মানুষের ভালোবাসার মানুষ হয়ে সার্বজনীন হয়ে উঠতে তাই আমি যাজক হয়েছি।

পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মে বালক সামূয়েলের ঘটনায় যেমন যাজক এলি সাহায্য করেছেন ঈশ্বরের আহ্বান উপলব্ধি ও নির্ণয় করতে ঠিক তেমনি আমার জীবনে বিভিন্ন ব্যক্তি, ঘটনা ও বাস্তবতার আলোকে আমি আমার জীবনাহ্বান আবিষ্কার এবং ঈশ্বর প্রদত্ত যাজক হওয়ার আহ্বান উপলব্ধি করতে পেরেছি।

পারিবারিক আদর্শ, শিক্ষা, খ্রিস্টীয় জীবনযাপন, মূল্যবোধই আমাকে আমার জীবনাহ্বান আবিষ্কার করতে সাহায্য করেছে। পরিবারে খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ ও শিক্ষায় বড় হওয়ার অনুপ্রেরণায় একটা ধর্মীয় আবহে বেড়ে উঠেছি। আমি ছিলাম ধর্মপল্লীর সেবক ও গ্রামের শিশুমঙ্গল - উভয় দলেরই খুবই সক্রিয় সদস্য। ছোটবেলা থেকেই প্রতিদিন খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করতাম এবং সেবক হতাম। ছোটবেলায় আমার ছোট কাকা ফাদার আগষ্টিন বুলবুল রিবেরু, কাকা ফাদার শীতল থিওটোনিয়াস কস্তা ও মামা ফাদার রকি যোসেফ কস্তা (সবাই সে সময় মেজর সেমিনারীয়ান) যখন ক্যাসাক পড়তো ও খ্রিস্টযাগের সময় পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ বিতরণ করত তখন আমি সব সময় চিন্তা করতাম যে 'একদিন আমিও তাদের মত এরকম ক্যাসাক পড়ব এবং মানুষকে কম্যুনিয়ন দিব'। পাশাপাশি আমাদের পরিবার ও বাড়ি থেকে অনেকেই উৎসর্গীকৃত জীবনে প্রবেশ করেছেন। বাবা-মার পাশাপাশি তাঁদের সকলের এবং আত্মীয়-স্বজন, শিক্ষকমণ্ডলী, কয়েকজন যাজক ও সিস্টার আমাকে প্রভুর আনন্দযজ্ঞে সাড়া দিতে ভূমিকা পালন করেছেন।

মণ্ডলীর প্রতি বিশ্বস্ত ও বিশপের প্রতি বাধ্য থেকে প্রার্থনাপূর্ণ ও নিবেদিত যাজকীয় জীবনযাপন করা; প্রার্থনা ও সাক্রামেন্তীয় ও

সংক্ষিপ্ত জীবনী

ফাদার রাসেল আন্তনী রিবেরু

নাম : রাসেল আন্তনী রিবেরু

পিতা : সুশান্ত টমাস রিবেরু

মাতা : বিউটি ক্যাথরিনা কস্তা

ভাই- বোন ও অবস্থান : ৩ ভাই ও ২ বোন (৪র্থ)

গ্রাম: রাঙ্গামাটিয়া

গঠনগৃহের জীবন

ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারী, বান্দুরা : ১ জানুয়ারী ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ - ৬ জুন ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী সেমিনারী, ফার্মগেট, ঢাকা : ১৩ জুন ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ - ২৫ জুলাই ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

সাধু যোসেফে'র সেমিনারী, রমনা, ঢাকা : ২৫ জুলাই ২০১১ খ্রিস্টাব্দ - ২৩ ডিসেম্বর ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

যীশু ধ্যান নিলয়, বুলাকীপুর, দিনাজপুর : ২৩ জানুয়ারি ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ - ১৩ জুন ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, বনানী, ঢাকা : ২৯ জুন ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ - ৩০ মে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বাণী পাঠক সেবাদায়িত্ব :২৮ অক্টোবর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

ক্যাসাক লাভ ও বেদীসেবক সেবা দায়িত্ব : ২ মার্চ ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

যীশু হৃদয়ের কোয়াজি ধর্মপল্লী, উথলি (১ মার্চ ২০২০ খ্রিস্টাব্দ - ১০ জুন ২০২০ খ্রিস্টাব্দ)

ডিকন মনোনয়ন : ২২ এপ্রিল ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, বনানী

ডিকন অভিষেক : ২৭ মে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ, পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, বনানী

পালকীয় সেবার মাধ্যমে জনগণকে স্বর্গের দিকে চালিত করা; উত্তম মেষপালক হয়ে উঠা যেন ঈশ্বর ও ঐশ জনগণের মধ্যকার সংযোগ সেতু হয়ে উঠতে পারি।

পিতা পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি এবং সকলের কাছে আশীর্বাদ যাচ্না করি যেন সর্বদা ঈশ্বরের অসীম ভালোবাসায় যাজকীয় জীবনপথে খ্রিস্ট ও মণ্ডলীর সেবার্থে নিজেকে ঢেলে দিতে পারি। ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে পবিত্র, বিশ্বস্ত, আদর্শ ও প্রার্থনাশীল যাজক হিসেবে যেন জীবন অতিবাহিত করতে পারি। কথা, কাজ ও চিন্তায় যেন খ্রিস্টসাক্ষ্য বহন করতে পারি; হয়ে উঠতে পারি ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যকার মিলন-সেতু।

যাজকীয় অভিষেক : ১১ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, যীশু হৃদয়ের ধর্মপল্লী, রাঙ্গামাটিয়া

ধন্যবাদের খ্রিস্টযাগ : ১২ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, যীশু হৃদয়ের ধর্মপল্লী, রাঙ্গামাটিয়া

আমার বহু দিনের সাধনা, অন্তরের বাসনা পূর্ণতা লাভ করেছে খ্রিস্টের মহাযাজকত্বের অংশীদার হয়ে। বর্তমান চ্যালেঞ্জপূর্ণ জগতে আরো অনেক যুবক-যুবতী আমাদের মত প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে নিজেদেরকে নিবেদন করুক এই প্রত্যাশা রাখি। অভিভাবক ও পিতামাতাগণ যেন উদার মনে তাদের সন্তানদের উৎসাহিত করেন মণ্ডলীর সেবার্থে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে।

ফাদার লিংকন মিখায়েল কস্তা

পরিবারকে বলা হয় আহ্বানের বীজতলা। পরিবারের শিক্ষা, আদর্শ, প্রার্থনা, খ্রিস্টীয় জীবনযাপন, উৎসাহ, অনুপ্রেরণা আমাকে এই জীবন পথ বেছে নিতে সাহায্য করেছে। পরিবার থেকেই ধর্মীয় জীবনে আসার অনুপ্রেরণা পাই। আমার মা-বাবা সবসময়ই আমাকে উৎসাহ দিতেন যেন আমি যাজক হই। একই সাথে আমার কাকা ফাদার জ্যোতি ফ্রান্সিস কস্তার অবদান আমার আহ্বানের যাত্রাপথে সবচেয়ে বেশী। কারণ তিনি আমাকে সর্বদা সবদিক দিয়ে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন, উৎসাহ যুগিয়েছেন, সমর্থন করেছেন। পাশাপাশি আমার সিস্টার মাসি, সিস্টার দিদিমা, সিস্টার দিদিরা, দুই দাদা ফাদার রোনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা ও তুষার জেভিয়ার কস্তা সর্বদা আমার পাশে ছিলেন, সমর্থন দিয়ে মনোবল যুগিয়েছিলেন। একজন যাজক হলো ভালোবাসার মানুষ। যাকে সকলে ভালোবাসে, যার কাছে সকল ধরণের মানুষ আসতে পারে। একজন যাজক হয়ে উঠেন সকলের প্রিয় ও কাছের মানুষ। যখন এই বিষয়গুলো নিয়ে নিজে নিজে ভাবতে থাকি তখন এই ধর্মীয় জীবনের প্রতি টান আরো বেড়ে যায়। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিই আমিও যাজক হবো। আমিও সকলের ভালোবাসার মানুষ হবো। যেখানে থাকবে না একক কোন ভালোবাসা। যেই ভালোবাসায় থাকবে যিশুর হৃদয়ের ভালোবাসার মত সার্বজনীনতা।

যাজক হচ্ছেন মঙ্গলবাণীর একজন সেবক, সত্যের ঘোষক, বিশ্বাসের শিক্ষক, বাণীর প্রেরিতদূত ও ভালোবাসার ফেরিওয়ালা। প্রভু যিশু যেভাবে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, ভালোবেসেছেন এবং নিজ জীবন আমাদের তরে উৎসর্গ করেছেন আমিও যেন তেমনি দিনে দিনে যাজকীয় জীবনের স্বাদ আস্বাদন করতে পারি, যাজকীয় জীবনের পবিত্রতা, সৌন্দর্য আরোও বাড়িয়ে তুলতে পারি এবং পরিপূর্ণভাবে সেবায় ও ভালোবাসায় নিজেকে উৎসর্গ করতে পারি। শিশু ও যুব শ্রেণীর সাথে সুন্দর সম্পর্ক রেখে খ্রিস্টীয় শিক্ষা, আর্দশ, নীতি-নৈতিকতা, নেতৃত্বদান ইত্যাদি সম্পর্কে আরো সচেতন করার কাজ করতে চাই। যেন আজকের শিশু-যুবরাই ভবিষ্যত মণ্ডলী, সমাজ, পরিবারের হাল যথাযথভাবে ধরতে পারে। সর্বোপরি আমি যেন একজন মঙ্গলবাণীর সেবক, সত্যের ঘোষক, বিশ্বাসের শিক্ষক, বাণীর প্রেরিতদূত ও ভালোবাসার ফেরিওয়ালা হতে পারি।

জীবন বৃত্তান্ত

নাম : লিংকন মিখায়েল কস্তা

জন্ম : ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ

পিতার নাম : ক্লেমেন্ট আগষ্টিন কস্তা

মাতার নাম : কানন ক্যাথরিন কস্তা

ভাই-বোনের সংখ্যা ও অবস্থান: দুই বোন তিন ভাই, ৪র্থ

গ্রাম : ছোট সাতানী পাড়া

গঠন জীবন

ক্ষুদ্র পুষ্প সেমিনারী, বান্দুরা : ২০০৫-২০০৯ খ্রিস্টাব্দ

সাধু যোসেফের সেমিনারী, রমনা : ২০১২-২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

যীশু ধ্যান নিলয়, বুলাকিপুর : জানুয়ারী - মে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, বনানী : ২০১৬-২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

বাণী পাঠক পদ লাভ : ২৮ অক্টোবর ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

শুভ্র পোশাক ও বেদীসেবকের দায়িত্ব : ০২ মার্চ ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

ডিকন/পরিসেবক অভিষেক : পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, বনানী, ২৭ মে ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ

যাজকীয় অভিষেক : ১১ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, যীশুর পবিত্র হৃদয়ের গীর্জা, রাঙ্গামাটিয়া

ধন্যবাদের খ্রিস্টযাগ : ১২ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, যীশুর পবিত্র হৃদয়ের গীর্জা, রাঙ্গামাটিয়া

ফাদার সানি আন্তনী কস্তা

সাধু নিকোলাসের ধর্মপল্লী, নাগরী, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ

ডিকন সানি আন্তনী কস্তা গত ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে নাগরী ধর্মপল্লীতে আর্চবিশপ বিজয় এন.ডি' ক্রুজ ওএমআই দ্বারা যাজকীয় অভিষেক লাভ করেন। অতি আনন্দ ও প্রার্থনাপূর্ণ পরিবেশে ৭৬ জন যাজক, ব্রাদার, সিস্টার ও খ্রিস্টভক্তদের উপস্থিতিতে যাজকীয় অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। তিনি ১ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে ধন্যবাদের খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। তার পরিচয় এবং অনুভূতি তুলে ধরা হল।

জীবন-বৃত্তান্ত

আমি ফাদার সানি আন্তনী কস্তা, এস.জে. সাধু নিকোলাসের ধর্মপল্লী, নাগরীর উত্তর পানজোরা গ্রামের স্বর্গীয় শ্যামল কস্তা ও অবলা কস্তার প্রথম সন্তান। আমার ছোট ভাই সাজেন কস্তা সংসার জীবনে ও ছোট বোন সিস্টার সুমি লুসি কস্তা, আরএনডিএম। আমি একজন জেজুইট বা যিশুসংঘের ফাদার। ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে একজন জেজুইট প্রার্থী হওয়ার মাধ্যমে আমার যাজকীয় জীবনের গঠন যাত্রা

শুরু করি। দীর্ঘ ১৪ বছর ভারত, নেপাল, শ্রীলংকা ও ইতালীতে গঠন এবং ২ বছর বাংলাদেশে সেবাকাজের পর ইতালীর রোম নগরীতে ডিকন পদে অভিষিক্ত হই। সাভারের ধরেন্ডার সাধু যোসেফের ধর্মপল্লীতে ডিকন হিসেবে সেবা দান করি।

সর্বপ্রথম ঈশ্বরের সেবা কাজে যিশুর মত নিজেকে নিয়োজিত করতে এবং যিশুসংঘের যোগ দেয়ার মধ্য দিয়ে তারই গভীরতা উপলব্ধি করি বিশেষভাবে আর্থিক ও আত্মিকভাবে যারা দীন-দরিদ্র তাদের সেবা করতে; এবং যা কিছু করি সব কিছুতেই ঈশ্বরকে খুঁজে পেয়ে তাঁরই মহত্তর মহিমা প্রকাশের জন্যই যাজক হয়েছি।

বাবার স্নেহভরা কড়া ও যথাযথ আদর-শাসন, মায়ের যত্ন-ভালোবাসা ও নিজের সর্বোচ্চ সাধনা-সব মিলিয়ে এ জীবনে ঈশ্বরের ভালোবাসা ও অনুগ্রহ অর্জনের মধ্য দিয়ে আজ আমি তাঁর মনোনীত একজন যাজক। ছোট থেকেই মায়ের শিখানো ধর্মশিক্ষা ও আদেশ পালন, সন্ধ্যায় প্রার্থনা, রবিবার দিন এমনকি সপ্তাহের দিনগুলিতে খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ ছিল বাধ্যতামূলক। তবে তা করতাম আনন্দের সাথে। কিন্তু একটা বিষয় যা আমাকে কেউ বলে দেননি তা হলো আমার বিশেষ ভক্তি ও নির্ভরশীলতা পাদুয়ার, আমার জন্য পানজোরার সাধু আন্তনীর উপর। আমি প্রতিদিন একটু সময়ের জন্য হলেও ঐ ছোট চ্যাপেলে গিয়ে প্রার্থনা করতাম। এই দু'শক্তিই আমাকে প্রভুর বেদীতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করতে মূখ্য ভূমিকা পালন করে।

আরও একজন যিনি আমাকে প্রতিনিয়ত এমনকি আজও উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেন, তার প্রার্থনা ও বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে তিনি হলেন আমার দিদিমা। আমার মা ও পরিবারের অন্য সকলে যতটুকু চেয়েছিল আমি একজন যাজক হই, আমার বাবা ততটুকুই চেয়েছিল আমি যেন তা না হই-কারণ তিনি বলতেন যে, "আমার পরিবারের সর্বোত্তম ফসলটা কিভাবে ঈশ্বরকে দিয়ে দিই! আমার পরিবারকে কে দেখবে? আমার এই ছেলে পড়াশোনা করছে ভালোমত, অন্যজন তো করছে না।" কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই আমার ধর্মীয় জীবন দেখে ও জানতে পেরে তিনি নিজেই সকলকে বলতেন যে তার সন্তান'কে তিনি ঈশ্বরের নামে দিয়ে দিয়েছেন। আমার বিশ্বাস তিনি স্বর্গ থেকে তা দেখছেন এবং ঈশ্বরের মহিমা ও গৌরব করছেন।

কর্তৃপক্ষের বাধ্য থেকে সকল কাজ করতে চাই। আমি বিশ্বাস করি সুযোগ পেলে আধ্যাত্মিক পরিচালনা ও শিক্ষাক্ষেত্রে আমি বেশি অবদান রাখতে পারব কারণ আমার যাজকীয় আহ্বানের মধ্যে শিক্ষাদানে আহ্বানটি দেখতে পাই।

আমি মণ্ডলীর চিন্তার সাথে চিন্তা করব, মণ্ডলীর পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করব, মণ্ডলীর দৃষ্টিতে সবকিছু দেখব এবং খ্রিস্টবিশ্বাসকে রক্ষা ও সংরক্ষণ করব। সর্বোপরি ব্যক্তিগতভাবে খ্রিস্টভক্তদের মাঝে সংস্কার বা সাক্রামেন্তীয় কাজগুলো করতে প্রস্তুত থাকব এবং যথা সম্ভব যিশুর দেখানো পথে এক সাথে পথ চলতে চেষ্টা করব।

সকল যুবাদের আহ্বান করি ঈশ্বরের ডাকে যে যেভাবে সাড়া দিয়ে ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টার হয়ে খ্রিস্টমণ্ডলীকে আরও প্রাণবন্ত ও সমৃদ্ধ করে যিশুর সেবা ও কাজকে চলমান রাখতে। এছাড়াও আমরা সকলে পরিবারে, সমাজে ও মণ্ডলীতে ক্ষমা, মিলন ও ভ্রাতৃপ্রেম চর্চা করে আশার তীর্থযাত্রী হয়ে একসাথে পথ চলি।

"সঞ্চয় আমাদের মূল লক্ষ্য, দারিদ্র্য দূরীকরণ আমাদের স্বপ্ন"

নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

NAGARI CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD.

(Established: 1962, Registration No. 23/84, Amended: 16/24)

সূত্র: এনসিসিসিইউএল ২০২৫/০৫/২০৩৯ তারিখ: ১৪/০৫/২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

জমি বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে নিম্ন তফসিল বর্নিত জমি বিক্রয় করা হবে। আগ্রহী প্রকৃত ক্রেতাদের অতি সত্বর নিম্ন লিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। **বিঃদ্রঃ** জমি বিক্রয় এর ক্ষেত্রে অত্র সমিতির সদস্য/সদস্যাদের এবং যেকোন খ্রিস্টান ক্রেতাদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

জমির তফসিল: মৌজাঃ ধনুন

জেলা ঃ গাজীপুর, থানাঃ কালীগঞ্জ
খতিয়ান নং ঃ এস.এ- ৩১, আর.এস-৭৫, দাগ নং-ঃ এস.এ- ২৩৬,২৩৭, আর.এস- ২৯৮,২৯৯
জমির পরিমাণ ঃ ৫৮.৫০ শতাংশ

যোগাযোগের ঠিকানাঃ

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা / এসিস্ট্যান্ট অফিসার-ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট
নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
ফোন: ০১৭১৬৮৯৮৯২৯ / ০১৮৭১২২৮৮৫৬, Email: nagari_cccu@yahoo.com

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

ফিলিপ গমেজ
চেয়ারম্যান-ব্যবস্থাপনা পরিষদ
নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিদ্যুৎ ভিক্টর এসেনসন
সেক্রেটারী-ব্যবস্থাপনা পরিষদ
নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

অনুলিপি: ১. চেয়ারম্যান/ভাইস-চেয়ারম্যান/সেক্রেটারী/ট্রেজারার/পরিচালকবৃন্দ, ২. ঋণদান কমিটি/অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ কমিটি, ৩. সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, ৪. নোটিশ বোর্ড, ৫. নাগরী ধর্মপল্লীর গির্জা, ৬. অফিস কপি।

বিজ্ঞ/১০১/২৫

মা

মালা রিবেরু

প্রায় পাঁচ ঘন্টা যুদ্ধের পরে ক্লান্ত-বিধ্বস্ত শরীর ঘর্মাক্ত হয়ে যখন চারপাশের নীরবতাকে ভেঙ্গে গগন ফাটানো কান্নায় মিমির জন্মের জানান দেয় এবং আশেপাশে সবাই খুশি হয়, ঠিক তখন মেঘলার ক্লান্ত মুখটাও খুশিতে ভরে ওঠে। সে প্রথম সন্তান প্রসব করে এতোই খুশি হয় যে, খুশিতে কান্নাই করে ফেলে। আর যখনই নিজেকে মা ভেবে খুশি হয়, ঠিক তখোনি তার মায়ের মুখটা মনে পড়ে। মেঘলা ভাবে মা তো ঠিক তাঁরই মতো খুশি হয়েছিলো যখন সাত ভাই জন্মের পরে তার জন্ম হয়েছিলো।

মায়ের কথা মনে পড়াতে হঠাৎ করেই আনন্দ ভরা মনটা বিষাদে পরিণত হয়। একরাশ কষ্টে মনটা ভরে যায়। মেঘলা ছিলো তার মায়ের চল্লিশোর্ধ্ব বয়সের সন্তান ও পরিবারের সবার ছোট সন্তান। তাই সাতভাই ও বাবা-মায়ের আদর ভালোবাসার অভাব ছিলোনা। কিন্তু এত সুখী পরিবারের মাঝে একদিন নেমে আসলো কাল-বৈশাখী ঝড়। মেঘলার বাবা ও বড় দুইভাই হাট থেকে আসার পথে নৌকা ডুবে মারা যায়।

সেই থেকে শুরু হয় মেঘলার মায়ের যুদ্ধ, ছোট ছোট সন্তানদের নিয়ে তার কঠিন পরীক্ষা। মেঘলা দেখেছে মা ছেড়া শাড়ী পরেছে, দাদুর কাছ থেকে টাকা এনে স্কুলের বেতন দিয়েছে, তারপরও সব ভাইবোনদের শিক্ষিত করার জন্য তার আপ্রাণ চেষ্টা ছিলো। মায়ের এত কষ্ট দেখে মেঘলার কষ্ট হতো। মেঘলা মনে মনে ভাবতো বড় হয়ে আমি মায়ের সব কষ্ট লাঘব করে দেবো।

মেঘলার সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়লে এখন কষ্ট হয়। মা প্রায় সময় দাদুবাড়ীতে তাদের নিয়ে যেতো। মামা-মামীরা খুবই ভালোবাসতো। বাবার অভাব কখনো বুঝতো দিতো না। তাই তারা দুপুরে খাওয়ার পরে সন্ধ্যার দিকে আসতে বলতো যেন রাতে গিয়ে আর খেতে না হয়। মামাদের ঋণ শোধ করার ক্ষমতা মেঘলার নেই, তারা যদি মাকে সহযোগিতা না করতো তাহলে তাদের পড়াশোনাই হতো না। বিশেষ করে বাদল মামা মেঘলার জীবনে আশীর্বাদ। মেঘলা প্রতিটি মুহূর্তে তাদের কথা মনে করে।

মেঘলার জীবনে আরেকজন মানুষের প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা ভোলার মতো না, সে হলো তার পিসি। প্রতিবছর বড়দিনে আশেপাশের কাকাতো-জ্যেষ্ঠাতো ভাইবোনেরা যখন বড়দিনের নতুন জামা নিয়ে আনন্দ করছে, ঠিক সেই সময় মা তাদের নিয়ে ভাবছে কিভাবে বড়দিনের বাজার করা যায়। আর ঠিক সে সময়ে পিসি তাদের জন্য বড়দিনের নতুন কাপড় নিয়ে হাজির হয়েছে।

মায়ের আশীর্বাদে ও অক্লান্ত অমানুষিক পরিশ্রমে সব ভাইবোনেরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সবাই ভালো প্রতিষ্ঠানে চাকরি করছে। মা তার কঠিন কাজের পুরস্কার পেয়েছে। সব ছেলেমেয়েরা তাকে প্রাণ ভরে ভালোবাসে। মা বলার আগেই সব প্রস্তুত থাকে।

মেঘলা পড়াশোনা শেষ করে ভাইদের পছন্দে আকাশকে বিয়ে করেছে। তারা বৈবাহিক জীবনে অনেক খুশি। কিন্তু তাদের এতদিন কষ্ট ছিলো যে তাদের চেষ্টা ও চিকিৎসায় কোন সন্তান হচ্ছিলোনা। গত বছর ভারতে গিয়ে চিকিৎসার ফলে আজকে তার সন্তান হলো।

আকাশ কতক্ষণ ধরে মেঘলার কাছে দাঁড়িয়েছে সে খেয়াল নেই। হঠাৎ মেঘলা দেখে আকাশ তাদের সদ্যজাত মেয়েকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আকাশ বলে, মেঘলা আজ আমি অনেক খুশি, আমি আজ থেকে বাবা হলাম, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ এত কষ্ট করে আমাদের সন্তানকে পৃথিবীতে নিয়ে আসার জন্য, আর দেখো তোমার জন্য কি সারপ্রাইজ! তোমার ডেলিভারি তারিখ কনফার্ম হওয়ার পরে আমি দাদাদের সাথে কথা বলেছি ও মায়ের সমস্ত কাগজপত্র তৈরি করেছি আর মাকেও নিষেধ করেছিলাম তোমাকে বলতে। মেঘলা আমি জানি শাশুড়ী মায়ের সংগ্রামী জীবনের কথা, অল্প বয়সে স্বামী ও দুই সন্তান হারানোর ব্যথাকে সহ্য করে তোমাদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাই আমি চাই আমার বাবা-মা তো এই জীবনে নাই। তাই আমাদের শাশুড়ী মা আমাদের সাথে থাকুক আর তার নাতনীকে তাঁর আদর্শে গড়ে তুলুক।

আকস্মিকভাবে প্রায় তিন বৎসর পরে মাকে গ্রিনল্যান্ড দেখতে পেয়ে হতবাক, আকাশ তাকে এত বিশাল পুরস্কার দেবে সেটা ভাবতে পারছেনা। মেঘলা মাকে দেখে হাসি মুখে তার দিকে এগিয়ে আসছে এবং মেঘলা মাকে জড়িয়ে ধরে আবারো খুশির কান্না কাঁদতে থাকে।

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা

রেভাঃ ফাঃ চার্লস জে ইয়াং ভবন, ১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরীবাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫,
ফোন ঃ ৯১২৩৭৬৪, ৯১৩৯৯০১-২, ৫৮১৫২৬৪০, ৫৮১৫৩৩১৬ ফ্যাক্স ঃ ৯১৪৩০৭৯
ই-মেইল ঃ cccu.ltd@gmail.com, ওয়েব সাইট ঃ www.cccul.com,
অনলাইন নিউজ: www.dhakacreditnews.com, অনলাইন টিভি: dctvbd.com

গাড়ী বিক্রয়ের বিজ্ঞপ্তি

দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউঃ লিঃ ঢাকা, এর নামে রেজিষ্ট্রিকৃত নিম্ন লিখিত গাড়ী বিক্রয়ের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হচ্ছে।

ক্র:নং	প্রস্তুতকৃত প্রতিষ্ঠান	রেজিষ্ট্রেশন নং	ইঞ্জিন নং	চেসিস নং	মডেল নং	সি.সি
০১	Pickup Double Cabin Mahindra & Mahindra 2015	DHAKA METRO-Tha-15-0184	GHF4J55288	MA1RY2GHKF3J35929	2015	2523
০২	Microbus Toyota M. Crop. 2011	DHAKA METRO-CHA-56-2070	3ZRA826907	ZRR700455556	2011	2000

আগ্রহী ক্রেতাগণ ১৮/০৫/২০২৫ খ্রিস্টাব্দ হতে ২৪/০৫/২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখ, সময় সকাল ১০.০১ ঘটিকা হতে বিকাল ৫.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত অফিস চলাকালীন সময়ে দরপত্র সিডিউল (১০০০ টাকা মূল্যের) অফিস থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন এবং দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২৫/০৫/২০২৫ তারিখ বিকাল ৫:৩০ ঘটিকা। আগামী ২২/০৫/২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখ উল্লেখিত ঠিকানায় গাড়ী দেখা যাবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন কারণে জমাকৃত যে কোন টেন্ডার বাতিল করার ক্ষমতা রাখে।

ধন্যবাদান্তে

সুকুমার লিনুস ক্রুশ
ট্রেজারার
দি খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ঢাকা।
১৭৩/১/এ, পূর্ব তেজতুরীবাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।
ফোন নং-০৯৬৭৮৭৭১২৭০, ০১৭০৯৮১৫৪৬৬

বিজ্ঞ/১১/২৫

চিনির পুতুল

একদা এক গুরুজী তার শিষ্যদের তার কাছে ডাকলেন। তারপর তিনি চারটি কাঁচের পাত্রে পানি রাখলেন। প্রথম পানির পাত্রে একটি মাটির পুতুল রাখলেন। মাটির পুতুলটি গলে গিয়ে পানিটুকু নোংরা করে, ময়লা করে ফেললো। দ্বিতীয় পানির পাত্রে তিনি একটি চিনির পুতুল রাখলেন। চিনির পুতুলটি গলে গিয়ে পানিটুকু সুমিষ্ট করে তুললো। তৃতীয় পানির পাত্রে তিনি একটি স্পঞ্জের পুতুল রাখলেন। স্পঞ্জের পুতুলটি পানিটুকু শুষে নিল। চতুর্থ পাত্রে একটি পাথরের পুতুল রাখলেন। পাথরের পুতুলটি পাত্রের পানিটুকু শুষেও নেয়নি, আবার বর্জনও করেনি।

এবার গুরুজী গল্পটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এভাবে ব্যাখ্যা করলেন। প্রথম পাত্রে মাটির পুতুল গলে গিয়ে পানিটুকু নোংরা করে ফেলে। এর অর্থ হল আমাদের সমাজে কিছু মানুষ মাটির পুতুলের মতো। তারা সমাজে অন্যায়, অবিচার, মিথ্যাচার, দুর্নীতি এবং অনৈতিক ও অসামাজিক কার্যকালাপের মাধ্যমে সমাজকে প্রতিনিয়তই কলুষিত করছে। তারা মাটির পুতুলের সাথে তুলনীয়। মাটির পুতুল যেমন পানিকে নোংরা করে তোলে, একইভাবে তারাও সমাজটাকে কলুষিত করছে। দ্বিতীয় পাত্রে চিনির পুতুল গলে গিয়ে পানিটুকুকে সুমিষ্ট করে তুলে। আমাদের সমাজে ভাল লোকগুলি এই চিনির পুতুলের সাথে তুলনীয়। এরা সব সময় সমাজের কল্যাণ, ন্যায্যতা, শান্তি, মিলন, ঐক্য স্থাপনের কাজে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে। তারাই সমাজের প্রকৃত মহৎ ব্যক্তি। তৃতীয় পাত্রে স্পঞ্জের পুতুল সবটুকু পানি শুষে নেয়। এর মর্মার্থ হলো আমাদের সমাজে কতিপয় লোক অত্যন্ত স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক ও লোভী। তারা কেবল সমাজের কাছ থেকে সুযোগ সুবিধা, উপকার, সেবা পেতে ভালবাসে। কিন্তু সমাজের জন্য কোন ত্যাগস্বীকার, মঙ্গল, উপকার সাধন করতে চায় না। চতুর্থ পাত্রে পাথরের পুতুলটি পানি গ্রহণ করে না, আবার বর্জনও করে না। আমাদের সমাজে কিছু লোক পাথরের পুতুলের সাথে তুলনীয়। তারা সমাজের কোন কল্যাণ ও মঙ্গল সাধন করে না, আবার সমাজ থেকে কোন সাহায্য-সহযোগিতা আশাও করে না।

পরিশেষে গুরুজী শিষ্যদের জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোন ধরণের পুতুল হতে চাও? মাটির পুতুল, চিনির পুতুল, স্পঞ্জের পুতুল, নাকি পাথরের পুতুল?

সবাই উত্তর দিল, "আমরা চিনির পুতুল হতে চাই।"

তথ্যসূত্র: *গল্পে গল্পে নীতি শিক্ষা*

অনুবাদ, সংকলন ও সম্পাদনা:

ফাদার জর্জ কমল রোজারিও সিএসসি

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

অরিন রোজারিও
রায়ের দিয়া উচ্চ বিদ্যালয়
৮ম শ্রেণি

ব্যাগ

অরিন আন্তনী রোজারিও

ব্যাগ আমার সঙ্গী-সাথী
নিয়ে ঘুরি স্কুল-কলেজ
বেড়ানোর সময় নিয়ে যায় সাথে
বিপদে দাও তুমি নানান উপায়।
শহর বা গ্রাম সেখানেই যায়
তুমি কাঁধে থাকবে.....।
তোমার ভিতরে থাকবে নানান জিনিস
খাবার হোক, কাপড় হোক, হোক বই-খাতা।
তোমার কাঁধে নিয়ে যাব সিনেমা হলে,
তোমাকে কাঁধে নিয়ে যাব খেলার মাঠে।
তোমাকে কাঁধে নিয়ে যাব দেশ হতে বিদেশে,
তোমাকে কাঁধে নিয়ে যাব বনভোজনে।
তোমাকে কাঁধে নিয়ে যাব ডান্স ক্লাসে,
তোমাকে কাঁধে নিয়ে যাব পাঠাগারে।
তুমি ছাড়া থাকব অচল,
তুমি থাকলে হবো সচল।

ফুলে ফুলে ঢাকা সমাধি

মালা চিরাণ

এই নশ্বর পৃথিবীতে এসে ছিল এক মায়ের কোলে
ঝরে গেল ভোরের শুভ্র গোলাপ ফুলের মত।
মনে পড়ে পুন্য পিতা পোপ ফ্রান্সিস যিশুর মহান
আলোর বাণী নিয়ে সতেরো খ্রিস্টাব্দে আমাদের
সোনার বাংলাদেশে আগমনের স্মৃতিগুলো
দেবদারু পাতা ঝরার মত বার বার।
এই নশ্বর পৃথিবীতে
পুন্য পিতার পোপ ফ্রান্সিস খ্রিস্টভক্তদের
কাঁদিয়ে চলে গেল স্বর্গীয় পিতার ভবনে।
পুন্য পিতা তোমার সহানুভূতি
খ্রিস্টীয় প্রেম ভালোবাসা
মহান আদর্শ সবার কাছে ছিল
খুবই মনমুগ্ধকর।
প্রতিটি পরিবারে সমাজ, গ্রামে,
শহরে দেশে বিদেশে
মহান যিশুর শান্তির বাণী নিয়ে মানব কল্যাণে
শুভ যাত্রা করেছিল, মানব জাতিকে শান্তি দিতে।
পুন্য পিতার অনুপ্রেরণা আমাদের
স্বর্গের পথ দেখায়
আজ বিশ্ব জোড়ে পুন্য পিতা
পোপ ফ্রান্সিস ছোট বড়
সবার কাছে সুপরিচিত থাকবে চিরদিন।
পুন্য পিতা তোমার সমাধি আজ ফুলে ফুলে ঢাকা
দু'টি চোখ ভরে শুধু কান্নায় আসে তোমারি জন্য,
পুন্য পিতা পোপ ফ্রান্সিস আজ আর নেই এই
সুন্দর পৃথিবীতে
মনে পড়ে হৃদয় গভীরে নিভে নাকো প্রদীপ তব,
পুষ্প তোমার নিত্য নব,
ওম শান্তি, ওম শান্তি, ওম শান্তি ॥

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

নব নির্বাচিত পুণ্যপিতা পোপ চতুর্দশ লিও

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

২১ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে পোপ ফ্রান্সিসের মৃত্যুতে কেঁদেছিল সমগ্র বিশ্ববাসী। আবার ৮ মে ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে ভাতিকানের সেন্ট পিটার্স চত্বরে উৎকণ্ঠিত উপস্থিত ভক্তকূল ভাতিকান চিমনিতে সাদা ধোঁয়া দেখে 'হাবেমুস পাপাম' ধ্বনিতে মুখরিত করে চর্তুদিক। মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের বদৌলতে মুহূর্তেই সারাবিশ্ব জেনে যায় ১.৪ বিলিয়ন কাথলিকেরা পেয়েছে তাদের নতুন প্রধান ধর্মগুরু। তিনি আমেরিকার কার্ডিনাল রবার্ট ফ্রান্সিস প্রেভোস্ট; যিনি পোপ হিসেবে নাম ধারণ করেছেন পোপ চতুর্দশ লিও। ৬৯ বছর বয়সী পোপ চতুর্দশ লিও ২৬৭তম পোপ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। বিশ্বের ৭০টি দেশ থেকে ভাতিকানে জড়ো হওয়া ১৩৩জন কার্ডিনালগণ পোপ নির্বাচনের জন্য ভোটদান ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন। ৭ মে পোপ নির্বাচন প্রক্রিয়া অর্থাৎ কনক্লেভ শুরু হয় এবং কনক্লেভের ২য় দিন ৮ মে তারিখেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্থাৎ দুই-তৃতীয়াংশের বেশি ভোট পেয়ে নতুন পোপ নির্বাচিত হয়ে যান বিশ্ববাসীর কাছে স্বল্প পরিচিত কার্ডিনাল রবার্ট ফ্রান্সিস প্রেভোস্ট।

পোপ চতুর্দশ লিও-ই প্রথম আমেরিকান ও আগষ্টিনিয়ান পোপ। তিনি ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো অঙ্গরাজ্যের ইলিয়নে লুই মারিউস প্রিভোস্ট ও মিলড্রেড মার্টিনেজের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতামাতা যথাক্রমে একজন স্কুল অধ্যক্ষ ও গ্রন্থাগারিক ছিলেন। পোপ মহোদয়ের অন্য দু'ভাইয়ের নাম হলো যথ াক্রমে- লুইস মার্টিন এবং জন যোসেফ।

শিশু ও কিশোরকালটা পোপ ১৪ লিও তাঁর পরিবারের সাথেই কাটিয়েছেন এবং স্থানীয় প্রাইমারী স্কুলে পড়াশোনা করেন ও বেদীসেবকের কাজ করতেন। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে মিশিগানের হলান্ডের আগষ্টিনিয়ান ফাদারদের দ্বারা পরিচালিত মাইনর সেমিনারীতে পড়াশোনা শুরু করেন। পরে পেনশিলভানিয়াতে অবস্থিত ভিল্লানোভা ইউনির্ভাসিটিতে পড়াশোনা করেন এবং ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে অংক ও দর্শনশাস্ত্রের উপর ডিগ্রী অর্জন করেন। একই বছরে তিনি আগষ্টিনিয়ান ধর্মসংঘে নভিশিয়েট শুরু করেন এবং সেপ্টেম্বর ২, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম ব্রত গ্রহণ করেন। আগস্ট ২৯, ১৯৮১ রবার্ট ফ্রান্সিস শেষব্রত গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর ঐশতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন শিকাগোর কাথলিক থিওলজিক্যাল ইউনিয়নে। ২৭ বছর বয়সে তাঁর সুপিরিয়র তাঁকে রোমে প্রেরণ করেন পন্টিফিক্যাল আঞ্জেলিকুম ইউনিভার্সিটিতে মাণ্ডলিক আইন পড়াশোনা করতে। জুন ১৯, ১৯৮২ খ্রিস্টাব্দে রোমে সাধ্বী মণিকার আগষ্টিনিয়ান কলেজে আর্চবিশপ জ্যেন জাদত কর্তৃক যাজক পদে অভিষিক্ত হন।

১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রিভোস্ট মাণ্ডলিক আইনের উপর লাইসেন্সসিয়েট ডিগ্রী অর্জন করেন এবং পরে ডক্টরেট থিসিসের জন্য প্রস্তুতি শুরু করেন। এ সময়ে তাঁকে পেরুতে আগষ্টিনিয়ান মিশনে প্রেরণ করা হয় (১৯৮৫-৮৬)। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৮৭-৮৮ পর্যন্ত তিনি শিকাগোতে আওয়ার মাদার অব গুড কাউন্সেলের মিডওয়েষ্ট আগষ্টিনিয়ান প্রদেশের মিশন পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তী দশকে তিনি পেরুর ট্রুজিলোতে একটি সেমিনারীর পরিচালক এবং শিক্ষক হিসেবে বিশেষ দায়িত্ব পালন করেন। একই সাথে পালক পুরোহিত, ট্রুজিলোতে ডায়োশিয়ান সেমিনারীর প্রিফেক্ট ও আর্চডায়োসিসের জুডিশিয়াল ভিকারের দায়িত্বও পালন করেন।

১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে শিকাগোতে ফিরে এসে 'আওয়ার মাদার অফ গুড কাউন্সেল' এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরে ২০০১ খ্রিস্টাব্দে তিনি আগষ্টিনিয়ান ধর্মসংঘের জেনারেলের দায়িত্ব পালন করণার্থে রোমে বসবাস করেন। দুই মেয়াদে তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। পেরুতে মিশনকাজে অভিজ্ঞ ফাদার রবার্ট ফ্রান্সিস প্রেভোস্টকে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে পেরুর চিক্লায়োর ডায়োসিসের অ্যাপোস্টলিক প্রশাসক নিযুক্ত করেন এবং পরের বছর তাকে বিশপ করা হয়। ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে বিশপ প্রিভোস্টকে রোমান কুরিয়ার ডিকাস্ট্রি ফর বিশপস্ এর প্রিফেক্ট নিযুক্ত করা হয়। অতঃপর গত ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে পোপ ফ্রান্সিস বিশপ প্রভোস্টকে কার্ডিনাল মনোনয়ন দান করেন এবং ২৮ জানুয়ারিতে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্ডিনালের পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন। পরে ৪ অক্টোবর পোপ ফ্রান্সিস কার্ডিনাল প্রভোষ্টকে মঙ্গলবাণী ঘোষণা বিষয়ক ডিকাস্টারির সদস্য হিসেবে মনোনীত করেন।

৮৮ বছর বয়সে পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস মৃত্যুবরণ করলে তাঁর উত্তরসূরী হিসেবে বিশ্বের কার্ডিনালগণ কার্ডিনাল বরার্ট ফ্রান্সিস প্রভোস্টকে পোপ হিসেবে নির্বাচন করেন পবিত্র আত্মারই শক্তিতে। তাঁর পোপীয় নির্বাচন শুধু ভাতিকানেই নয়, আনন্দের সাড়া ফেলছে তার জন্মশহর যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোতে। পাশাপাশি পেরুতেও মানুষ উল্লাস প্রকাশ করছেন। কেননা সেখানে তিনি দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে কাজ করেছেন। নিজ মাতৃভাষা ছাড়াও স্প্যানিস ও ইতালিয়ান ভাষায় দক্ষ পোপ চতুর্দশ লিও।

নতুন পোপ সেন্ট পিটার্স স্কয়ারে সমবেত হাজারো ভক্তের উদ্দেশ্যে প্রথম বক্তব্যে আবেগাপ্লুত হয়ে বলেন, 'আপনারা সবাই শান্তিতে থাকুন'। একই সময়ে তিনি গভীর শ্রদ্ধায় তাঁর পূর্বসূরী প্রয়াত পোপ ফ্রান্সিসের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। তিনি আরো বলেন, আমাদেরকে একসঙ্গে প্রেরণধর্মী মণ্ডলী গড়ে তুলতে হবে, যে মণ্ডলী সকলের মাঝে সেতুবন্ধন রচনা করবে।

বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতিক্রিয়া: নতুন পোপের নির্বাচনে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতিক্রিয়া ছিল অত্যন্ত ইতিবাচক ও সমর্থনমূলক। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই ঘটনাকে ' যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এক বিরাট সম্মান' বলে মন্তব্য করেন। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কি নতুন পোপকে 'শান্তির দূত' হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং ভাতিকানকে ইউক্রেনের অপহৃত শিশুদের ফিরিয়ে আনার সমর্থন চেয়েছেন। মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লাউডিয়া শেইনবাউম নতুন পোপের মানবিক মূল্যবোধের প্রশংসা করেছেন এবং তাঁর সুস্থতা কামনা করেছেন। ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইস ইনাসি ওলুলা দা সিলভা নতুন পোপকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এবং পোপ ফ্রান্সিসের উত্তরসূরী হিসেবে সামাজিক ন্যায্যতা স্থাপনে তাঁর ভূমিকা পালন করবেন বলে আশা প্রকাশ করেন। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইম্মানুয়েল ম্যাক্রোঁ নতুন পোপ মহোদয়েকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, তাঁর নেতৃত্বে বিশ্বে শান্তি ও সংহতি প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হবে। এদিকে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু নতুন পোপকে শুভেচ্ছা জানান এবং ধর্মীয় সংলাপ ও সহাবস্থানের ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ ভূমিকা কামনা করেন। ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জা মেলোনি বলেন, পুণ্যপিতা পোপ চতুর্দশ লিওকে তাঁর পোপীয় শাসনামলের শুরুতেই আমি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। দ্বন্দ্বমুখর ও অস্থির এই সময়ে তাঁর আশীর্বচন শান্তি, ভ্রাতৃত্ব ও দায়িত্বশীলতার জন্য একটি শক্তিশালী আহ্বান। পোপ ফ্রান্সিস অংকিত একটি আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার যা ইতালি সম্মান ও আশার সাথে বিবেচনা করে। লেবাননের প্রধানমন্ত্রী যোসেফ আউন বলেন, নতুন পুণ্যপিতার সুস্বাস্থ্য, মঙ্গল ও প্রজ্ঞার জন্য আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, যাতে করে ইতিহাসের এই বিশেষ সময়ে তিনি মণ্ডলীকে পরিচালনা করতে পারেন।

পবিত্র ক্রুশ যাজক সংঘে জয়ন্তী উৎসব, আজীবন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ ও ডিকন অভিষেক অনুষ্ঠান

ডিকন নয়ন যোসেফ গমেজ সিএসসি: গত ২ মে, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ শুক্রবার বিকেলে রাজধানী ঢাকার রামপুরায় অবস্থিত পবিত্র ক্রুশ যাজক সংঘের যিশুর পবিত্র হৃদয় সংঘপ্রদেশে, মহা-খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে মহামান্য বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ, সিএসসি এর যাজকীয় জীবনের হীরক জয়ন্তী এবং ফাদার এ্যাপোলো লেনার্ড রোজারিও সিএসসি, ফাদার হিউবার্ট যোসেফ পালমা সিএসসি, ফাদার লিটন হিউবার্ট গমেজ সিএসসি এবং ফাদার জর্জ কমল রোজারিও সিএসসি'র যাজকীয় জীবনের রজত জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন করা হয়। অন্যদিকে, ব্রতীয় জীবনের রজত জয়ন্তী পালন করেন ফাদার মাইকেল কলিন্স সরকার সিএসসি, ফাদার অসীম থিওটোনিয়াস গনসালভেস সিএসসি, ফাদার বিপুল ডেভিড দাস সিএসসি, ফাদার এলিয়াস মংলু হেম্ব্রম সিএসসি, ফাদার সুবল ইগ্নেসিউস কুজুর সিএসসি এবং ফাদার শীতল হিউবার্ট রোজারিও সিএসসি। একই দিনে চারজন সেমিনারীয়ান নয়ন যোসেফ গমেজ সিএসসি, থারসন ফ্রান্সিস স্রং সিএসসি এবং দুইজন আফ্রিকান সেমিনারীয়ান ভোওয়াম্বালে দেউসি (উগান্ডা ও ফ্রান্সিস আমুকাসা (কেনিয়া), পবিত্র ক্রুশ সংঘের সুপিরিয়র জেনারেল ব্রাদার পল ব্যানার্জিক সিএসসি'র নিকট আজীবনের জন্য কৌমার্য, দরিদ্রতা ও বাধ্যতার পবিত্র সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই মহা-খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। উপদেশ বাণীতে তিনি বলেন, "আমাদের বাংলাদেশ মণ্ডলীতে পবিত্র ক্রুশ যাজক সংঘ একটি আলোকবর্তিকা। তাই আজকের এই দিনে পবিত্র ক্রুশ সংঘের সাথে আমরাও প্রার্থনা করি, যারা জয়ন্তী পালন করছেন এবং যারা আজীবনের জন্য পবিত্র সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের জন্য মনোনীত হয়েছেন, তারা যেন আশার তীর্থযাত্রী হয়ে ভক্তমণ্ডলীর তীর্থযাত্রায় অংশগ্রহণ করতে পারেন।" ৩ মে, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ শনিবার সকালে, ডিকন পদাভিষেক অনুষ্ঠানে বরিশাল ধর্মপ্রদেশের বিশপ ইম্মানুয়েল কে রোজারিও খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। তিনি আজীবন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণকারী দুইজন সেমিনারীয়ান নয়ন যোসেফ গমেজ সিএসসি এবং থারসন ফ্রান্সিস স্রং সিএসসি কে ডিকন পদে অভিষিক্ত করেন। খ্রিস্টযাগের উপদেশ বাণীতে তিনি বলেন, মণ্ডলীতে তোমরা যে সেবাকাজ করবে তা সারা জীবনের জন্য একটি পবিত্র দায়িত্ব। তোমাদের আজকের এই আহ্বান ও অভিষেক, আপাদমস্তক একজন 'অপর-খ্রিস্ট' হয়ে ওঠারও আহ্বান ও অভিষেক!" এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই, কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি, আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি, বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি, পবিত্র ক্রুশ সংঘের সুপিরিয়র জেনারেল ব্রাদার পল ব্যানার্জিক সিএসসি এবং বাংলাদেশে পবিত্র ক্রুশ যাজক সংঘের প্রভিন্সিয়াল ফাদার জর্জ কমল রোজারিও সিএসসিসহ ৯৫ জন ফাদার। আরও উপস্থিত ছিলেন ব্রাদার, সিস্টার, সেমিনারীয়ান এবং জয়ন্তী ও আজীবন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণকারীদের আত্মীয়-স্বজনগণ।

বাংলাদেশ ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের নবায়ন কোর্স

ফাদার রুবেন এস গমেজ: বিগত ৫ থেকে ১০ মে ২০২৫ খ্রিস্টবর্ষে বাংলাদেশ ধর্মপ্রদেশীয় যাজক যারা ২০২০ থেকে ২০২৩ খ্রিস্টবর্ষে অভিষিক্ত হয়েছেন তাদেরকে নিয়ে খুলনা ধর্মপ্রদেশের নড়াইলের গিলভানি সেন্টারে নবায়ন কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের ৮টি ধর্মপ্রদেশ থেকে মোট ২২ জন যাজক অংশগ্রহণ করেন।

এই কোর্সের মূলসুর হিসেবে রাখা হয় "পালকীয় কাজে, যাজকীয় সেবার আনন্দ।" ৬ মে সকালের খ্রিস্টযাগে সহভাগিতা করেন খুলনা ধর্মপ্রদেশের বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী। সকাল ০৮:৩০ মিনিটে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান দিয়ে নবায়ন কোর্সের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খুলনা ধর্মপ্রদেশের ধর্মপাল জেমস্ রমেন বৈরাগী, বিডিপিএফ এর সহ-সভাপতি ফাদার উইলিয়াম মুর্মু, গিলভানি সেন্টারের পরিচালক ফাদার বাবলু সরকার, স্থানীয় চেয়ারম্যান ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ। প্রথমে এলাকার পক্ষ থেকে অংশগ্রহণকারী যাজকদের বরণ করে নেওয়া হয়। পরে বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী নবায়ন কোর্সের উদ্বোধন ঘোষণা করেন ও স্বাগত বক্তব্যে বলেন যে, "আমাদের জীবনে সবাইকেই নবায়িত হতে হয়।" এরপর বিভিন্ন বিষয়ের উপর যাজকদের শিক্ষাপ্রদান করেন বিভিন্ন অতিথি যাজকগণ। যে বিষয়ের উপর যাজকদের শিক্ষাপ্রদান করা হয়: ১। ফাদার বাবলু সরকার: "পালকীয় কাজে, যাজকীয় সেবার আনন্দ", ২। ফাদার মানুয়েল হেম্ব্রম: "যাজকীয় সেবা জীবনে ঐশবাণী", ৩। ফাদার রোদন হাদিমা: "যাজকীয় জীবনে সাক্রামেন্তীয় সেবাকাজে আনন্দ", ৪। ফাদার প্রেমু রোজারিও: "পাল-পুরোহিতের সাথে সহকারী-পালপুরোহিতের সম্পর্ক", ৫। ফাদার জ্যোতি এফ কস্তা: "বর্তমান বাস্তবতায় যাজকীয় জীবনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তোরণ", ৬। ফাদার মিন্টু পালমা: "যাজকীয় পরিচয় ও আনুশাসনিক মূল্যবোধ ও নৈতিক তত্ত্ব-মন্ত্র", ৭। ফাদার নরেন বৈদ্য: "জনগণের সাথে ধর্মপ্রদেশীয় যাজকের সম্পর্ক"। ৯ মে ছিল বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান, সাতক্ষীরা ও যশোর ধর্মপল্লী ভ্রমণ। যা ছিল খুবই আনন্দপূর্ণ ও শিক্ষণীয়। নবায়ন কোর্সের সমাপ্তিতে বিডিপিএফ এর সভাপতি ফাদার মিন্টু এল পালমা সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। ১০ মে যাজকগণ নবায়ন কোর্স সমাপ্ত করেন।

উত্তর ভিকারিয়ায় ফাদার ও সিস্টারদের পাঙ্কা পুনর্মিলনী

ফাদার স্বপন পিউরীফিকেশন: ৯ মে ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ চাঁদপুকুর ধর্মপল্লীতে উত্তর ভিকারিয়ায় সেবাদানরত ফাদার ও সিস্টারদের জন্য 'এম্মাউসের পথে যিশুর সাথে যাত্রা' - মুলসুরের উপর ভিত্তি করে পাঙ্কা পুনর্মিলনী ও সহভাগিতা সেমিনারের আয়োজন করা হয় রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় যাজকীয় ও ব্রতধারী/ব্রতধারিণীদের জন্য কমিশনের উদ্যোগে। এতে উত্তর ভিকারিয়ার বিভিন্ন ধর্মপল্লী ও প্রতিষ্ঠানে সেবারত ২৭ জন অংশগ্রহণ করেন। পবিত্র আরাধনার মাধ্যমে সেমিনার শুরু হয়। কমিশনের আহ্বায়ক পালক-পুরোহিত ফাদার মাইকেল কোড়াইয়া শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। মূলসুরের উপর সহভাগিতা রাখেন ফাদার বাবলু কোড়াইয়া। তিনি সহভাগিতায় বলেন, নিবেদিত জীবনে সবাই দায়িত্বপূর্ণভাবে পুনরুত্থিত খ্রিস্টের আনন্দ ও শান্তির বাণী অন্যের নিকট যেন বয়ে নিয়ে যেতে পারি। উন্মুক্ত সহভাগিতায় ফাদার ও সিস্টারগণ পালকীয় সেবাদান করতে গিয়ে জীবনের আলোকিত অভিজ্ঞতা-ঘটনা সহভাগিতা করেন যা পরস্পরের জীবনকে আলোকিত করেছে। দুপুরের আহার ও আনন্দ-প্রীতি শুভেচ্ছার মধ্য দিয়ে সেমিনারের ইতি টানা হয়।

নলুয়াকুঁড়িতে বিশপ মহোদয়ের আগমন ও হস্তার্পণ সংস্কার প্রদান

সিস্টার মিতা গ্লোরিয়া রোজারিও এসএসএমআই: নলুয়াকুঁড়িতে সাধু গুইডো মারীয়া কনফোর্টি মিশনে গত ০৮ মে ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ রোজ বৃহস্পতিবার ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি'র পালকীয় সফরকে কেন্দ্র করে বিশপ মহোদয়কে বরণ ও স্বাগতম জানাতে নলুয়াকুঁড়ি মিশনের খ্রিস্টভক্তগণ, হোস্টেলের ছেলেমেয়েরা ও অন্যান্য সকলের উপস্থিতিতে দিনটি মুখরিত হয়ে ওঠে।

৫ ঘটিকায় বিশপ মহোদয় আগমন করলে শুভেচ্ছা জানানো হয় এবং গারো সংস্কৃতির ঐতিহ্যে পা ধোয়ানো অনুষ্ঠান, মাল্য প্রদান ও খুথুপ পড়ানো হয়। এরপর সকল খ্রিস্টভক্তসহ নৃত্যের মাধ্যমে আনন্দ উল্লাসে গির্জা প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন। স্থাপিত জুবিলী ক্রুশ উন্মোচন, জুবিলী ক্রুশে মাল্য প্রদান করেন বিশপ মহোদয়। এরপর গির্জা ঘরে প্রবেশ ও দরজায় ফিতা কেটে দ্বার উন্মোচন করলে সকলে গির্জা ঘরে প্রবেশ করেন। অতঃপর প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে বিশপ মহোদয় বাণীর আলোকে সহভাগিতা রাখেন। প্রার্থনা শেষে বিশপ মহোদয়ের জন্য এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

০৯ মে সকাল ৯ ঘটিকায় ভাবগাম্ভীর্য পরিবেশে ৫৫ জন ছেলেমেয়ে হস্তার্পণ সংস্কার গ্রহণ করে। বিশপ মহোদয় তার উপদেশে বাণীর আলোকে সহভাগিতা করেন। খ্রিস্টযাগ শেষে ১১:৩০ মিনিটে মিশনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের উপর বিভিন্ন দপ্তরের ব্যক্তিদের সমন্বয়ে এক বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর পাল-পুরোহিত ফাদার জোয়া বিশপ মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ফুলের তোড়া ও উপহার প্রদানের মধ্য দিয়ে। পরিশেষে, টিফিন গ্রহণ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন এর মাধ্যমে দিনটির সমাপ্তি হয়।

রমনা সেমিনারীর প্রতিপালক শ্রমিক সাধু যোসেফের পর্ব উদযাপন

দুলেন্দ্র ডানিয়েল গমেজ: গত ১ মে, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ বৃহস্পতিবার, রমনা সেমিনারীর প্রতিপালক আদর্শ শ্রমিক সাধু যোসেফের পর্ব পালন করা হয়। পর্ব উপলক্ষে নয়দিন ব্যাপী পবিত্র খ্রিস্টযাগ ও নভেনা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। দিনের শুরুতে প্রতিপালক শ্রমিক সাধু যোসেফ ও বিশ্ব শ্রমিক দিবসকে কেন্দ্র করে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। এরপর সম্পাদকীয় বোর্ড কর্তৃক "প্রতিপালক ও গুণবান সাধু যোসেফ" নামক একটি দেয়ালিকা প্রকাশ করা হয়।

সন্ধ্যা ৬ টায় পর্বীয় খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন সিলেট ধর্মপ্রদেশের বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ। তাঁর সাথে সহার্পণকারী আরো ১৫ জন যাজক উপস্থিত ছিলেন। পর্বীয় খ্রিস্টযাগে সেমিনারীয়াগণ ছাড়াও, এসএমআরএ সম্প্রদায়ের তিন জন সিস্টার ও চল্লিশ জন ভক্তবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বিশপ মহোদয় উপদেশে বলেন: সাধু মথি লিখিত মঙ্গলসমাচারে আজ যিশুর পিতৃ-পরিচয় নিয়ে মানুষের যে ভাবনা এবং বিশ্বাস তা প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের বিশ্বাস যেন অন্তরের হয়। যিশু যেমন ত্রিশ বছর তাঁর পিতা-মাতার বাধ্য ছিলেন আমরাও যেন প্রত্যেকে কর্তৃপক্ষের বাধ্য থাকি। কেননা আমাদের প্রতিপালক শ্রমিক সাধু যোসেফ ঈশ্বরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস রেখে তাঁর বাধ্য ছিলেন।

খ্রিস্টযাগের শেষে সহকারী পরিচালক ফাদার দানিয়েল মুর্মু সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এরপর বিশপগণ, ফাদারগণ, অতিথিবৃন্দসহ সকল সেমিনারীয়ান ভাইয়েরা একত্রে নৈশ ভোজে অংশগ্রহণ করেন। রাত ৯ টায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অতঃপর পরিচালক ফাদার সনি রড্রিক্স সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে পর্বীয় অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

জুবিলী ক্রুশ ও সাধু পিতরের প্রতিকৃতি উদ্বোধন

লর্ড রোজারিও : গত ৩০ এপ্রিল, বুধবার রাজশাহী সাধু পিতর সেমিনারীর জুবিলী ক্রুশ ও সাধু পিতরের প্রতিকৃতি উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ভাস রোজারিও, উন্নয়ন প্রশাসক ফাদার উইলিয়াম মুর্মু, মুশরইল ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার প্রশান্ত আইন্দ, অন্যান্য ফাদারগণ, ৩ জন সিস্টার ও সেমিনারিয়ানগণ। অনুষ্ঠানের শুরুতে জুবিলী ক্রুশ উদ্বোধন, ক্রুশ অর্চনা, ধূপারতি করা হয় এবং বিশপ মহোদয় পবিত্র জল সিঞ্চন করে সবকিছু আশীর্বাদ করেন।

বিশপ জের্ভাস রোজারিও বলেন, প্রয়াত পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস এ বছরকে খ্রিস্ট জন্মজয়ন্তী বা জুবিলী বছর হিসেবে ঘোষণা করেছেন এবং তারই দেওয়া মূলসুর নিয়ে আমরা ধ্যান করছি। একজন সেমিনারিয়ান হিসেবে তোমাদের দায়িত্ব এই ক্রুশের কাছে আসা এবং নিজেকে সমর্পণ করা। আমরা আশার তীর্থযাত্রী শুধু আশা করলে হবে না আশানুরূপ কাজও আমাদের করতে হবে।

পরিশেষে ফাদার বিশ্বনাথ মারান্ডী সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বলেন, বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি অস্ট্রিয়ার সেসকল উপকারী বন্ধুগণকে যাদের উদারতার কারণেই আজকে এ সুন্দর ক্রুশ ও প্রতিকৃতি আমরা উপহার পেয়েছি।

মুক্তিদাতা হাই স্কুলে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

ব্রাদার রঞ্জন পিউরিফিকেশন সিএসসি: গত ২৯ ও ৩০ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে "সমাজ পরিবর্তনের বাহক সংস্কৃতি" এই মূলভাব নিয়ে মুক্তিদাতা হাই স্কুলে দুই দিনব্যাপি আন্তঃশ্রেণী বার্ষিক শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন খ্রীষ্ট জ্যোতি পালকীয় সেবা কেন্দ্রের পরিচালক ফাদার সাগর কোড়াইয়া, ফাদার শেখর কস্তা, আহ্বায়ক মিসেস মনিকা ঘরামী এবং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ব্রাদার রঞ্জন পিউরিফিকেশন সিএসসি।

জাতীয় সংগীত ও পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর শিক্ষার্থীবৃন্দ উদ্বোধনী নৃত্যের মাধ্যমে সকলকে ব্যাজ, উত্তোরীয় ও ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করে নেন। অতপর অতিথিবৃন্দ মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বালন করেন এবং প্রধান অতিথি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, শুধু লেখাপড়া নয়, এর পাশাপাশি খেলাধূলা ও সাংস্কৃতিক চর্চা করতে হবে। কারণ সাংস্কৃতিমনা মানুষ কখনো অন্যায় করতে পারে না।

অনুষ্ঠানে নার্সারী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত আবৃত্তি, ছড়াগান, সংগীত, নৃত্য, উপস্থিত বক্তব্য এবং বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

পুরস্কার বিতরণী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভিকার জেনারেল ফাদার ফাবিয়ান মারান্ডী। তিনি বলেন, সাংস্কৃতিক চর্চা আমাদের জীবনের একটি অংশ এবং লেখাপড়ার পাশাপাশি আমরা যদি সংস্কৃতি চর্চা করি তাহলে আমাদের মধ্যে জাগ্রত হবে মননশীলতা, সহমর্মিতা, সহনশীলতা ও আন্তরিকতা। পরিশেষে আহ্বায়ক সংক্ষিপ্ত অনুভূতি ব্যক্ত করেন এবং প্রধান শিক্ষক সমাপনী বক্তব্যে সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র

বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

করে না থাকলে এখনই পরিশোধ করুন।

আকর্ষনীয় সংখ্যাগুলো পেতে নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ জরুরী।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের বিভিন্ন সেক্টরের অনলাইন সম্পৃক্ততা

Website: www.pratibeshi.org

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী :
Website: weekly.pratibeshi.org
facebook: weeklypratibeshi
youtube : YouTube@WeeklyPratibeshi

বাণীদিপ্তী
youtube: BanideeptiMedia

রেডিও ভেরিতাস এশিয়া বাংলা সার্ভিস
facebook.com/varitasbangla

ছাপার জগতে এক অনন্য নাম **জেরী প্রিন্টিং প্রেস**

হাইডেলবার্গ সর্ক (বাই কালার)
সাইজ = ১৯X২৫.৫ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ সর্ক
সাইজ = ২৩X৩৬ ইঞ্চি

হাইডেলবার্গ কর্ড ৬৪
সাইজ = ১৮X২৫.২৫ ইঞ্চি

জেরী প্রিন্টি প্রেস খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। প্রথম দিকে শুধুমাত্র সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ছাপানোর উদ্দেশেই এটি স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে জেরী প্রিন্টিং প্রেসকে একটি অত্যাধুনিক ডিজিটাল ছাপাখানায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। সম্প্রতি জেরী প্রিন্টিং-এ সংযোজিত হয়েছে হাইডেলবার্গ সর্ক বাইকালার মেশিন। যা ছাপার কাজে আনবে দ্রুততা ও স্পষ্টতা। যাবতীয় মুদ্রণ কাজের জন্য ইতোমধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি সারা দেশে প্রশংসা কুড়িয়েছে ও হয়ে ওঠেছে নির্ভরতার প্রতীক।

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের অন্যতম আয় সৃষ্টিকারী বিভাগ হচ্ছে জেরী প্রিন্টিং প্রেস। মূলত এই আয় দিয়েই কেন্দ্রের অন্যান্য বিভাগের ভর্তুকী দেয়া হয়। এ প্রতিষ্ঠানের পুরো আয়ই সরাসরি মঙ্গলবাণী প্রচারে ব্যবহার করা হয়। তাই আপনাদের ছাপা কাজ যথাসময়ে পেতে এবং মঙ্গলবাণী প্রচারে সহায়তা করতে আপনাদের প্রতিষ্ঠান, স্কুল, সংঘ-সমিতি, ধর্মপল্লীর বিভিন্ন ছাপা কাজ জেরী প্রিন্টিং-এ করবেন বলে প্রত্যাশা রাখি।

যোগাযোগের জন্য : **jerryprintingccc@gmail.com**

বর্ষ ৮৫ ❖ সংখ্যা - ১৬
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 16
Regd. No. DA-33
✦ 11 - 17 May, 2025, ২৮ বৈশাখ - ৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

"প্রভু, আপনি কোথায় থাকেন?" যিশু উত্তর দিলেন, "এসো এবং দেখে যাও...."

বাংলাদেশ যিশুসংঘ (জেজুইট) এর পক্ষ থেকে বিশেষ আমন্ত্রণ

Come & See Programme

প্রিয় কাথলিক ছাত্র-যুবক ভাইয়েরা,
যিশুসংঘের ছত্র-ছায়ায় এসে সংঘের প্রতিষ্ঠাতা লয়োলার সাধু ইগ্নেসিয়াস ও সহ-প্রতিষ্ঠাতা সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার এবং পোপ ফ্রান্সিস-এর মত যিশুসঙ্গী হয়ে ঈশ্বরের মহত্তর মহিমা প্রকাশের জন্য তোমাদের বিশেষ আমন্ত্রণ।

তোমরা যারা SSC ও HSC পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছ/করবে বা যারা উচ্চ শিক্ষাগ্রহণ করছ ও আহ্বানের জীবন সম্পর্কে জানতে আগ্রহী তোমরা এসো এবং দেখে যাও

SSC পরিক্ষার্থীদের জন্য
২০-২৫ মে ২০২৫ খ্রিঃ
HSC পরিক্ষার্থীদের জন্য
২৪ আগষ্ট থেকে ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিঃ

যোগাযোগ কর:

আহ্বান পরিচালক
সেন্ট জেভিয়ার্স ইন্টারন্যাশনাল স্কুল
কুচিলাবাড়ি, মঠবাড়ি, গাজীপুর
ফাদার এলিয়াস সরকার, এসজে
০১৭৭৮-২২৫৮২৮
ফাদার প্রবাস রোজারিও, এসজে
০১৭৩২-৮৭৫৬৯০
ফাদার রোহিত মৃ, এসজে
০১৭৪৩-১৫৫১৪২
ফাদার সানি কস্তা, এসজে
০১৭৫১-৩৬২৫১০

বিজ্ঞ/৯৭/২৫

সুখবর ! সুখবর!! সুখবর!!!

প্রতিবেশী প্রকাশনীতে রয়েছে ভারত থেকে নিয়ে আসা ছোট-বড় মূর্তির এক বিশাল সমাহার।

* ফাইবারের তৈরী কুমারী মারীয়ার মূর্তি
* সাধু আন্তনীর মূর্তি
* যিশুর মূর্তি
* বিভিন্ন সাধু-সাধ্বীর মূর্তি।

এছাড়াও রয়েছে – ছোট-বড় ক্রুশ, মেডেল ও রোজারি মালা। স্টক শেষ হয়ে যাওয়ার আগে অতি সত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: অর্ডার সাপেক্ষে বিভিন্ন সাইজের মূর্তি সরবরাহ করা হয়।

–যোগাযোগের ঠিকানা –

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org